বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬-২০১৭

প্রকাশক
খাদ্য মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।

প্রকাশকাল
অক্টোবর ২০১৭

স্বত্ব
খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

ডিজাইন, কম্পোজ ও সার্বিক সহযোগিতায়
আইসিটি সেল
খাদ্য মন্ত্রণালয়

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
	সূচীপত্র	v
	সারণী তালিকা	vii
	লেখচিত্র ও আলোকচিত্র তালিকা	viii
	শব্দসংক্ষেপ	ix
	নির্বাহী সারসংক্ষেপ	xi
১.০	**ভূমিকা**	১
২.০	**সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যাবলী**	৩
	২.১ খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যাবলী	৩
	২.১.১ সাংগঠনিক কাঠামো	৩
	২.১.২ কার্যাবলী (Allocation of Business)	৪
	২.২ খাদ্য অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যাবলী	৫
	২.২.১ সাংগঠনিক কাঠামো	৫
	২.২.২ কার্যাবলী	৬
৩.০	**খাদ্য পরিস্থিতি**	৭
	৩.১ উৎপাদন ও সরবরাহ পরিস্থিতি	৭
	৩.২ খাদ্যশস্যের মূল্য পরিস্থিতি	৮
	৩.২.১ অভ্যমত্মরীণ মূল্য পরিস্থিতি	৮
	৩.২.২ আমত্মর্জাতিক মূল্য পরিস্থিতি	১০
	৩.২.৩ জনগণের ক্রয় ক্ষমতা ভোগ ও পুষ্টি পরিস্থিতি	১১
৪.০	**সরকারি খাদ্য ব্যবস্থাপনা**	১২
	৪.১ খাদ্যশস্য সংগ্রহ	১২
	৪.১.১ অভ্যমত্মরীণ সংগ্রহ	১২
	৪.১.২ বৈদেশিক সংগ্রহ/সরকারি আমদানি	১৩
	৪.১.৩ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর	১৩
	৪.১.৪ বেসরকারি আমদানি	১৩
	৪.২ খাদ্যশস্য সরবরাহ ও বিতরণ	১৪
	৪.২.১ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী	১৪
	৪.৩ খাদ্য চলাচল, সংরক্ষণ ও মুজদ ব্যবস্থাপনা	১৬
	৪.৩.১ খাদ্যশস্য পরিবহন	১৬
	৪.৩.২ খাদ্যশস্য মজুদ	১৭
	৪.৩.৩ গুদাম ভাড়া প্রদান	১৮
	৪.৩.৪ যন্ত্রাংশ ক্রয়	১৮
	৪.৩.৫ বসত্মা ক্রয়	১৮
	৪.৪ পরিদর্শন ও কারিগরী সহায়তা কার্যক্রম	১৯
	৪.৪.১ পরিদর্শন, পরীক্ষণ ও মান নিয়ন্ত্রণ	১৯
	৪.৪.২ কাঠের ডানেজ ক্রয়	১৯
	৪.৪.৩ নতুন নির্মাণ মেরামত কাজ	১৯
৫.০	**উন্নয়ন**	২০
	৫.১ মংলা বন্দরে ৫০ হাজার মেঃ টন ধারণক্ষমতার কনক্রিট সাইলো নির্মাণ	২০
	৫.২ সামত্মাহার সাইলো ক্যাম্পাসে ২৫ হাজার মেঃটন ধারণক্ষমতার Multistoried Warehouse নির্মাণ	২১
	৫.৩ সারাদেশে ১.০৫ লক্ষমেঃ টন ধারণক্ষমতার নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ	২১
	৫.৪ Modern Food Storage Facilities Project	২১
	৫.৫ Institutionalization of Food Safety in Bangladesh for Safer Food	২২

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
৬.০	**মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন**	২৩
৬.১	খাদ্য মন্ত্রণালয়	২৩
৬.১.১	নিয়োগ ও পদোন্নতি	২৩
৬.১.২	প্রশিক্ষণ	২৩
৬.২	খাদ্য অধিদপ্তর	২৩
৬.২.১	নিয়োগ	২৩
৬.২.২	প্রশিক্ষণ	২৩
৭.০	**বাজেট ব্যবস্থাপনা ও নীরিক্ষা কার্যক্রম**	২৫
৭.১	বাজেট ব্যবস্থাপনা	২৫
৭.১.১	খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেট সার-সংক্ষপ	২৫
৭.১.২	খাদ্য বাজেটের আওতায় খাদ্য সংগ্রহ ও বিতরণ/বিপণন লĀ্যমাত্রা ও অর্জন	২৬
৭.১.৩	বাজেট সংক্রামত্ম অন্যান্য কার্যাবলী	২৭
৭.১.৪	হিসাব সংক্রামত্ম কার্যাবলী	২৭
৭.২	নিরীক্ষা	২৮
৭.২.১	অভ্যমত্মরীণ নিরীক্ষা	২৮
৭.২.২	বহিঃ নিরীক্ষা	৩০
৭.২.৩	অডিট আপত্তি নিস্পত্তি ও অডিট কার্যক্রম সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষে গৃহীত কার্যক্রম	৩০
৭.২.৪	দ্বিপক্ষীয় ও ত্রিপক্ষীয় কমিটির মাধ্যমে নিস্পত্তির কার্যক্রম	৩১
৮.০	**পরীবিক্ষণ মূল্যায়ন ও গবেষণা**	৩২
৮.১	খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটি (এফপিএমসি) কর্তৃক সম্পাদিত গুরম্নত্বপূর্ণ কার্যাবলী	৩২
৮.১.১	জাতীয় খাদ্যনীতি বাসত্মবায়ন কর্ম-পরিকল্পনা ও সিআইপি মনিটরিং	৩৩
৮.১.২	তথ্য ব্যবস্থাপনা	৩৩
৮.১.৩	প্রকাশনা কার্যক্রম	৩৪
৯.০	**অন্যান্য কার্যক্রম**	৩৬
৯.১	সেবা ও লজিষ্টিক সাপোর্ট	৩৬
৯.২	সমন্বয়	৩৬
৯.২.১	জাতীয় সংসদ	৩৬
৯.২.২	সংসদীয় স্থায়ী কমিটি	৩৬
৯.২.৩	অভ্যমত্মরীণ সমন্বয়	৩৭
৯.২.৪	অন্যান্য	৩৭
৯.৩	আইসিটি কার্যক্রম	৩৭
৯.৪	নতুন আইন, নীতি ও পদ্ধতি প্রণয়ন	৩৯
	খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো	৪০
	বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন কমিটি	৪১

সারণীর তালিকা

সারণী	বিষয়	পৃষ্ঠা
২.১	মাঠ পর্যায়ে খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদ মঞ্জুরি	৫
৩.১	অভ্যমত্মরীণ খাদ্য উৎপাদন	৭
৩.২	মোটা চাল, গম ও আটার খুচরা ও পাইকারী পর্যায়ে জাতীয় গড় মূল্য	৯
৩.৩	আমত্মর্জাতিক বাজার মূল্য পরিস্থিতি	১০
৩.৪	মহিলাদের স্বল্প ওজন বা দীর্ঘ মেয়াদী শক্তির হার	১১
৪.১	চাল ও গম আমদানির তুলনামূলক চিত্র	১৩
৪.২	২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের খাদ্য বাজেট ও বিতরণ	১৪
৪.৩	পরিবহন ঠিকাদারের বিবরণ	১৬
৪.৪	খাদ্যশস্য পরিবহনের পরিমান	১৭
৪.৫	মাস ওয়ারী খাদ্যশস্যের মজুদ	১৭
৪.৬	গুদাম ভাড়া বাবদ আয়	১৮
৭.১	ব্যয় বাজেট ২০১৬-১৭	২৫
৭.২	প্রাপ্তি বাজেট ২০১৬-১৭	২৬
৭.৩	২০১৬-১৭ খাদ্য বাজেটের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত অর্জন	২৬
৭.৪	খাদ্য অধিদপ্তরের নিরীক্ষা বিভাগের কার্যক্রম	২৯
৭.৫	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বাণিজ্যিক নিরীক্ষা কার্যক্রম	৩০
৭.৬	২০১৬-১৭ অর্থ বছরে নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষে অনুষ্ঠিত সভার বিবরণ	৩১
৮.১	২০১৬-১৭ অর্থ বছরে এফপিএমইউ কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদনের তথ্যাদি	৩৫

লেখচিত্রের তালিকা

লেখচিত্র	বিষয়	পৃষ্ঠা
৩.১	খাদ্যশস্যের আনুপাতিক উৎপাদন	৭
৩.২	মোটা চাল ও গমের খুচরা ও পাইকারী পর্যায়ে জাতীয় গড় মূল্য	৯
৩.৩	আটার খুচরা ও পাইকারী পর্যায়ে জাতীয় গড় মূল্য	১০
৩.৪	গমের আমত্মর্জাতিক বাজার মূল্য পরিস্থিতি	১১
৩.৫	গমেরআমত্মর্জাতিক মূল্য (এফওবি) ইউএস এসআরডাবিস্নও, ইউক্রেন ও রাশিয়া,২০১৪-১৫	১৩
৪.১	২০১১৬-২০১৭ অর্থবছরের খাদ্য বাজেট ও বিতরণ	১৫

শব্দ সংক্ষেপ (Abbreviations)

ADB	Asian Development Bank
AFMA	Asian Food Marketing Association
BCIP	Bangladesh Country Investment Plan
BCS	Bangladesh Civil Service
BDHS	Bangladesh Demographic & Health Survey
BIDS	Bangladesh Institute of Development Studies
BELA	Bangladesh Environment Lawyers Association
BBS	Bangladesh Bureau of Statistics
BPATC	Bangladesh Public Administration Training Center
CARE	Cooperation for American Relief Everywhere
CIP	Country Investment Plan
CPTU	Central Procurement Technical Unit
CRTC	Central Road Transport Contractor
CSD	Central Storage Depot
DBCC	Divisional Boat Carrying Contractor
DoE	Department of Environment
DRTC	Divisional Road Transport Contractor
EOI	Expression of Interest
FAO	Food & Agriculture Organization
FFW	Food for Work
FIMA	Financial Institute of Management and Accounting
FPC	Fair Price Card
FPMC	Food Planning & Monitoring Committee
FPMU	Food Planning & Monitoring Unit
FSNIS	Food Security and nutrition Information System
HIES	Household Income & Expenditure Survey

IBCC	Internal Boat Carrying Contractors
IDA	International Development Agency
IDTS	Inspection, Development & Technical Services
INFS	Institute of Nutrition & Food Science
IRTC	Internal Road Transport Contractor
JDCF	Japan Debt Cancellation Fund
LSD	Local Supply Depot
MBF	Ministry Budgetary Framework
MIS&M	Management Information System & Monitoring
MoU	Memorandum of Understanding
MTBF	Mid-Term Budgetary Framework
NAPD	National Academy of Planning and Development
NESS	National E-service System
NFP	National Food Policy
NFPCSP	National Food Policy Capacity Strengthening Program
NFPPOA	National Food Policy Plan of Action
OMS	Open Market Sale
PFDS	Public Food Distribution System
PIMS	Personal Management Information System
PMC	Private Major Carrier
RPATC	Regional Public Administration Training Centre
SRW	Soft Red Wheat
SSNP	Social Safety Net Program
TCB	Trading Corporation of Bangladesh
TR	Test Relief
VGD	Vulnerable Group Development
VGF	Vulnerable Group Feeding
WFP	World Food Program

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ (Executive Summary)

১. খাদ্য মানুষের অন্যতম মৌলিক চাহিদা। মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করণে রাষ্ট্রের ভূমিকা গুরত্বপূর্ণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাঝামাঝি ১৯৪৩ সালে অবিভক্ত বাংলায় ভয়াবহ দূর্ভিক্ষ (Great Bengal Famine) মোকাবেলায় বেঙ্গল সিভিল সাপ্লাই বিভাগ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এরপর অনেক পরিবর্তনের মধ্যদিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে খাদ্য ও বেসামরিক সরবরাহ মন্ত্রণালয় এবং ২০০৪ সালে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় গঠিত হয়। অতঃপর ২০০৯ সালে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় পূনর্গঠিত হয়ে খাদ্য বিভাগ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ সৃষ্টি হয়। সর্বশেষ ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে উক্ত দুটি বিভাগ খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় নামে দুটি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয়ে রূপান্তিত হয়।

২. আমাদের মত বিপুল জনসংখ্যার দেশে সকল সময়ে সকল মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। জাতীয় পর্যায়ে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জিত হলেও অঞ্চল ভেদে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা বজায় রাখা এখনও একটি চ্যালেঞ্জ। জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নিরাপদ খাদ্য মজুদ গড়ে তোলার পাশাপাশি বাজারে সরবরাহ স্বাভাবিক রেখে খাদ্যশস্যের মূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখা, জাতীয় খাদ্য নীতি-কৌশলের বাস্তবায়ন সমন্বয় এবং নির্ভরযোগ্য জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য খাদ্য মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩ এর আওতায় ০২.০২.২০১৫ খ্রিঃ তারিখে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হয়ে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এ মন্ত্রণালয়ের বিশাল কর্মযজ্ঞ সম্পাদনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীর সার্বিক নির্দেশনায় সচিবের অধীনে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্যাবলী ৫টি অনুবিভাগ যথা- প্রশাসন, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন, সংগ্রহ ও সরবরাহ, বাজেট ও অডিট এবং খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট এর মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।

৩. খাদ্য অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ খাদ্য মত্রণালয়ের সংযুক্ত দু'টি সংস্থা। মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তরের প্রধান নির্বাহী হিসেবে সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন। মহাপরিচালকের অধীনে ১ জন অতিরিক্ত মহাপরিচালক অপারেশনাল কর্মকান্ডে সার্বিক সহায়তা করেন। মহাপরিচালকের বিভিন্নমুখী কর্মকান্ডের জন্য ৭ (সাত) জন পরিচালক, মাঠ পর্যায়ে ৭টি অঞ্চলে আছেন আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, জেলা পর্যায়ে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, উপজেলায় উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক নিয়োজিত আছেন। সারা দেশের কৌশলগত স্থানে সাইলো, সিএসডি এবং দেশের প্রায় সকল জেলা-উপজেলায় কমপক্ষে ১টি এলএসডি, গুরম্নত্বপূর্ণ

উপজেলায় দুই বা ততোধিক এলএসডি'র মাধ্যমে খাদ্য ব্যবস্থাপনার প্রশাসনিক ও অপারেশনাল কার্যাবলী সম্পাদন করা হয়। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম গতিশীল করার জন্য সরকার একজন অতিরিক্ত সচিবকে প্রেষণে কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান নিয়োগ করেছে। বিসিএসআইআর এর একজন সাবেক সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন অধ্যাপককে চুক্তি ভিত্তিক এবং সরকারের একজন যুগ্ম সচিবকে প্রেষণে কর্তৃপক্ষের সদস্য হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। এছাড়া একজন যুগ্ম-সচিবকে প্রেষণে কর্তৃপক্ষের সচিব হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে ৫ টি পরিচালকের পদে সরকার ৫ জন উপ সচিবকে প্রেষণে নিয়োগ প্রদান করেছে।

৪. খাদ্য মন্ত্রণালয়, খাদ্য অধিদপ্তর এবং নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ দেশের সার্বিক খাদ্য পরিস্থিতির নিরিখে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালনা করে। স্বল্প ও মধ্য মেয়াদে দেশের সার্বিক খাদ্য পরিস্থিতি তথা অভ্যন্তরীণ উৎপাদন, খাদ্যশস্য আমদানি, বাজারে সরবরাহ ও চাহিদার উপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) চূড়ান্ত প্রাক্কলন অনুসারে ২০১৫-১৬ এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরে দেশে উৎপাদিত খাদ্যশস্যের মোট পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩৬১.৬৭ এবং ১৫৭.৯০ লক্ষ মেঃ টন। দেশে গমের ঘাটতি মেটানোর জন্য ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ৩.৩০ এবং ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৩.০৮ লক্ষ মেঃ টন গম সরকারের নিজস্ব অর্থে জিটুজি ভিত্তিতে/আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে আমদানি করা হয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ৪৫.৩৬ লক্ষ মেঃ টন এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৫৮.২৪ মেঃ টন খাদ্যশস্য আন্তর্জাতিক উৎস হতে আমদানি করা হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে আন্তর্জাতিক বাজারে চাল ও গমের রপ্তানি মূল্য কিছুটা কম ছিল। তবে দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে চাল, গম ও আটার খুচরা পাইকারি গড় মূল্য স্থিতিশীল থাকলেও ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের জানুয়ারি/১৬ থেকে চালের মূল্য বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। পরবর্তীতে এপ্রিল/মে -২০১৭ মাসে অথ্যাৎ বোরো মৌসুমে হাওর অঞ্চলে আগাম বন্যা পরিস্থিতির কারনে বাজারে চালের মূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে উল্লেখিত সময়ে গম ও খোলা আটার বাজার মূল্য মোটামুটি স্থিতিশীল ছিল এবং বর্তমানেও তা অব্যাহত আছে।

৫. ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আমন মৌসুমে অভ্যন্তরীণভাবে খাদ্যশস্য সংগ্রহের লক্ষ্যে মাননীয় খাদ্য মন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটির (এফপিএমসি'র) সভায় প্রতি কেজি সিদ্ধ চালের মূল্য ৩৩.০০ টাকা নির্ধারণপূর্বক ৫.০০ লাখ মেট্রিক টন (সিদ্ধ ও আতপ) চাল ক্রয়ের লক্ষ্যে মাত্রা নির্ধারণ করা হয়। নির্ধারিত সংগ্রহ

মেয়াদ ৩০ মার্চ, ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত ৪.৪৪ লাখ মেট্রিক টন চাল সংগৃহিত হয়েছে, যা লক্ষ্যে মাত্রার ৮৯%। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে গম সংগ্রহ মৌসুমে এফপিএমসি'র সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতি কেজি ২৮ টাকা মূল্যে নির্ধারিত সময়সীমা ৩০ জুন, ২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত ১.০০ লাখ মেঃ টন লক্ষ্য মাত্রার বিপরীতে ১.০০ লাখ মেট্রিক টন গম অভ্যন্তরীণভাবে সংগৃহীত হয়েছে, যা লক্ষ্য মাত্রার ১০০%। ১৬/০৪/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে এফপিএমসি'র সভায় ২০১৭ সালের বোরো সংগ্রহ মৌসুমে (০২/০৫/২০১৭-৩১/০৮/২০১৭ খ্রিঃ) প্রতি কেজি ধানের সংগ্রহ মূল্য ২৪.০০ টাকা হিসাবে ৭ লাখ মেট্রিক টন ধান সরাসরি কৃষকদের নিকট থেকে এবং প্রতি কেজি সিদ্ধ চালের মূল্য ৩৪.০০ টাকা ও প্রতি কেজি আতপ চাল ৩৩.০০ টাকা হিসাবে ৮.০০ লাখ মেট্রিক টন চাল (সিদ্ধ চাল ৭.০০ লাখ মেট্রিক টন এবং আতপ চাল ১.০০ লাখ মেট্রিক টন) ক্রয়ের সিদ্ধামত্ম গৃহীত হয়। ৩০ জুন, ২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত .৬৯ লাখ মেঃ টন চাল কৃষকদের নিকট থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

৬. ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে দেশের মানুষের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি সরকার খাদ্য মূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রমে খাদ্যশস্য বিতরণে অগ্রাধিকার দিয়েছে। সরকারি বিতরণ পদ্ধতির (PFDS) আওতায় বিগত ২০১৬-১৭ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট অনুসারে সরকারি খাদ্যশস্য বিতরণের লক্ষ মাত্রা ছিল ২৩.৬৪ লাখ মেট্রিক টন, যার মধ্যে আর্থিক খাতে (ইপি, ওপি, স্কুল ফিডিং, ওএমএস, খাদ্য বান্ধব কর্মসূচী ইত্যাদি) ১৪.৪৮ লাখ মেট্রিক টন এবং অনার্থিক খাতে (কাবিখা, টিআর, ভিজিএফ, ভিজিডি, জিআর ইত্যাদি) ০৮.৩৭ লাখ মেট্রিক টন। উক্ত বাজেটের বিপরীতে প্রকৃত মোট বিতরণের পরিমাণ ২২.৪১ লাখ মেট্রিক টন; যার মধ্যে আর্থিক খাতে বিতরণের পরিমাণ ছিল ১৪.০৪ লাখ মে. টন ও অনার্থিক খাতে বিতরণের পরিমাণ ছিল ০৮.৩৭ লাখ মে. টন।

৭. সরকারি খাদ্যশস্য মজুদের জন্য দেশে ৬৩৪ টি এলএসডি, ১৪ টি সিএসডি ও ৭ টি সাইলো রয়েছে। এ সব সংরক্ষণাগারের কার্যকরী ধারণক্ষমতা বর্তমানে প্রায় ২১.০০ লক্ষ মেঃ টনে উন্নীত হয়েছে। চাহিদা অনুযায়ী এক খাদ্য গুদাম থেকে অন্য খাদ্য গুদামে খাদ্য পরিবহনের জন্য বিভিন্ন ধরনের পথ ব্যবহার করা হয় যেমন- নৌপথ, রেল পথ ও সড়ক পথ। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে রেল পথে ৭১,৮৬৬ মেঃ টন, সড়কপথে ৪,৩৩,৮৫৭ মেঃ টন এবং নৌপথে ৩,২৭,৭২৭ মেঃ টন, সর্বমোট ৮,৩৩,৪৫০ মেঃ টন খাদ্যশস্য কেন্দ্রীয়ভাবে পরিবাহিত হয়েছে।

৮. সরকার খাদ্য শস্যের মজুদ সর্বদা একটি যুক্তিসঙ্গত পর্যায়ে রাখার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এ সময়ে মাসওয়ারী সর্বোচ্চ খাদ্যশস্য মজুদ ছিল ১০.৮৩ লক্ষ মেঃ টন (সেপ্টেম্বর ২০১৬) এবং সর্বনিম্ন মজুদ ছিল ৪.৩৫ লক্ষ মেঃ টন (জুন ২০১৭ মাসে)। সরকারি খাদ্যশস্য ছাড়াও ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে WFP, Save

the Children, CARE সহ মোট ৬ (ছয়)টি সংস্থাকে সর্বমোট ১০,৫০০ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতার খাদ্য গুদাম ভাড়া দেওয়া হয় এবং এ সময়ে গুদাম ভাড়া বাবদ সরকারের ৮০.১৪ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছে।

৯. বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে দায়িত্ব গ্রহণকালে সরকারি পর্যায়ে খাদ্যশস্যের মোট ধারণ ক্ষমতা ছিল ১৪.০০ লক্ষ মে. টন.। দেশের ১৬ কোটি মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ধারণ ক্ষমতা পর্যাপ্ত না হওযায় ২০১৬ সালের মধ্যে ধারণ ক্ষমতা ২১ লক্ষ মে.টনে এবং ২০২১ সালের মধ্যে ৩০ লক্ষ মে.টনে উন্নীত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ২০১৬ সালের মধ্যে ধারণ ক্ষমতা ২১.৫০ লক্ষ মেঃ টনে উন্নীত করতে মোট ৭.৫ লক্ষ মে.টন ধারণ ক্ষমতার গুদাম নির্মাণের বেশ কয়েকটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ইতোমধ্যে ৪টি প্রকল্পের বাস্তবায়নের কাজ শেষ হয়েছে এবং কয়েকটি প্রকল্পের বাস্তবায়নও প্রায় শেষ পর্যায়ে। নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ এবং পূনঃনির্মানের মাধ্যমে অব্যবহৃত খাদ্যগুদাম ব্যবহার উপযোগী করায় বর্তমানে খাদ্যশস্যের ধারণ ক্ষমতা প্রায় ২১.০০ লক্ষ মে.টন এ উন্নীত হয়েছে।

১০. ২০১৬-১৭ অর্থবছরে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের বাজেট বাস্তবায়ন হার সন্তোষজনক ছিল। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে মূল বাজেট (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন) ১২০৯৭.৪৯ কোটি টাকা, সংশোধিত বাজেটে ১১৯৭৯.১৫ কোটি টাকা পুণঃনির্ধারিত হয়। অর্থবছর শেষে প্রকৃত ব্যয় হয় ৯৫৬৭.৩০ কোটি টাকা ও বাজেট বাস্তবায়নের হার ছিল প্রায় ৭৯.৮৭%। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটে খাদ্য বাজেটের লক্ষ মাত্রা ও প্রকৃত অর্জন ছিল যথাক্রমে ৮৬১৩.৯২ কোটি টাকা এবং ৬৩৩৬.৭৪ কোটি টাকা। সরকারি ব্যয়ের দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন সকল প্রতিষ্ঠানে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (Mid-Term Budgetary Framework, MTBF) পদ্ধতির আওতায় আনা হয়েছে। দক্ষতা সাথে বাজেট বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য মন্ত্রণালয়ের সচিবের নেতৃত্বে বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি (BMC) এবং বাজেট ও নিরীক্ষা অনুবিভাগের যুগ্ম-সচিবের নেতৃত্বে বাজেট ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করা হয়েছে। প্রতিবেদনাধীন ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি (BMC) ৭ টি সভা করেছে। অর্থ বিভাগের সাথে সমন্বয় করে নিয়মিতভাবে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণ সাপ্তাহিক পর্যালোচনা/সমন্বয় সভায় অংশগ্রহণ করছেন।

১১. খাদ্য ব্যবস্থাপনার সাথে সংযুক্ত সরকারের বিপুল পরিমাণ আর্থিক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও ফলপ্রসূতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ ও বহিঃ নিরীক্ষা কার্যক্রম ২০১৬-১৭ অর্থ বছরেও অব্যাহত ছিল। অভ্যন্তরীণ অডিটের আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে মোট নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তির সংখ্যা ছিল ১৩৫৭টি যা জড়িত টাকার পরিমাণ ৩৮.৮১ কোটি টাকা। অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ১৯,১৭৬টি যাতে জড়িত টাকার পরিমান ৪,৭৩২.৪০ কোটি টাকা।

১২. ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে দেশের সার্বিক খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করণে খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট হতে বেশকিছু যুগোপযোগী কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছে। মাননীয় খাদ্য মন্ত্রীর সভাপতিত্বে এ অর্থবছরে খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটির মোট ৩ টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাসমূহে দেশের সার্বিক খাদ্য উৎপাদন, সরবরাহ পরিস্থিতি, খাদ্যশস্যের মূল্য পরিস্থিতি বিবেচনাপূর্বক আমন/বোরো/গম এর অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা ও মূল্য নির্ধারণ, ওএমএস খাতের গম ও আটার মূল্য নির্ধারণসহ বিভিন্ন গুরত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, অন্যান্য বছরের ন্যায় ২০১৬-১৭ অর্থ বছরেও জাতীয় খাদ্যনীতি বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ও রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (সিআইপি) পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন ২০১৭ প্রকাশ করা হয়েছে। জাতীয় খাদ্যনীতির এই কর্মপরিকল্পনার আওতায় সার্বিক খাদ্য নিরাপত্তার জন্য চিহ্নিত ২৬ টি কেন্দ্রীয় উন্নয়ন ও সিআইপির অগ্রাধিকারমূলক ১২টি ক্ষেত্রের অগ্রগতি করে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে, যা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে সমাদৃত হয়েছে।

১৩. সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় ইউনিয়ন পর্যায়ে হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য কার্ডের মাধ্যমে খাদ্যশস্য বিতরণ কর্মসূচি দেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি নিশ্চয়তার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। পল্লী অঞ্চলের কর্মাভাবকালীন (সেপ্টেম্বর হতে নভেম্বর এবং মার্চ-এপ্রিল) ৫ মাসে ইউনিয়ন পর্যায়ে হতদরিদ্র ৫০ লক্ষ পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে সুলভ মূল্য কার্ডের মাধ্যমে পরিবার প্রতি মাসিক ৩০ কেজি হারে চাল বিতরণের কর্মসূচি চালু করা হয়। এর বিপরীতে প্রতি কেজি চাল ওএমএস মূল্য অপেক্ষা কম মূল্য নির্ধারণকরত: ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বাজেটে সুলভ মূল্য কার্ড কর্মসূচি পরিচালনায় ৭.৫০ লক্ষ মে:টন চাল বিতরণের বাজেট সংস্থান রাখা হয়। ইউনিয়ন পর্যায়ে হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য কার্ডের মাধ্যমে খাদ্যশস্য বিতরণ কর্মসূচিটি সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর অন্তর্ভুক্ত এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উদ্যোগ হিসেবে ব্র্যান্ডিংকরত: এই কর্মসূচির নাম “খাদ্য বান্ধব” এবং স্লোগান “শেখ হাসিনার বাংলাদেশ, ক্ষুধা হবে নিরুদ্দেশ” নির্ধারণ করা হয়েছে।

১৪. ২০১৬-১৭ অর্থবছরে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদের অধিবেশনে মাননীয় সংসদ সদস্যগণ কর্তৃক সংসদ নেতা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও খাদ্য মন্ত্রী কর্তৃক উত্তরদানের জন্য খাদ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে উত্থাপিত ২৬০ টি প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুতপূর্বক প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর ও সংসদ সচিবালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। সংসদীয় সহায়ী কমিটি আহত ৪ টি সভার সিদ্ধান্তমতে বাস্তবায়নসহ অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অনুবিভাগ, অধিশাখা, শাখাসমূহ এবং খাদ্য অধিদপ্তরের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হয়েছে।

১৫. সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে খাদ্য মন্ত্রণালয় ও খাদ্য অধিদপ্তরে বিভিন্ন কার্যক্রম গৃহীত/বাস্তবায়িত হয়েছে। খাদ্য মন্ত্রণালয়ে নথি ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যারের মাধ্যমে নতুন ই-ফাইলিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারি এবং খাদ্য অধিদপ্তর ও নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের ছুটির আবেদন অনলাইনে গ্রহন ও নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। খাদ্য অধিদপ্তরের মামলা সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণের জন্য Suit Information System নামক সফটওয়্যার প্রণয়ন করা হয়েছে। খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের ব্যক্তিগত তথ্য, পদোন্নতি, প্রশিক্ষণ, গ্রেডেশন তালিকা প্রভৃতি ডাটাবেজে সংরক্ষণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের গাইডলাইন অনুযায়ী Personnel Information Management System (PIMS) নামক অনলাইন ভিত্তিক একটি সফটওয়্যার প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত সফটওয়্যারে এখন পর্যন্ত খাদ্য অধিদপ্তরাধীন ৯,২১২ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর তথ্য এন্ট্রি সম্পন্ন হয়েছে। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক আধুনিক খাদ্য সংক্ষনাগার নির্মাণ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। এ প্রকল্পের Sub-Component B2এর আওতায় প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে খাদ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমসমূহকে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সারাদেশে ইন্টারনেট ভিত্তিক খাদ্য মজুদ ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং কার্যক্রম প্রবর্তন এবং E-Service ব্যবস্থার প্রবর্তনের মাধ্যমে Service Delivery সহজতর করা হচ্ছে। খাদ্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের মিলারদের তথ্য সংরক্ষণের জন্য Millers Information Software প্রণয়ন করা হয়েছে যা অচিরেই তথ্য সংরক্ষণের জন্য উন্মুক্ত করা হবে। খাদ্য অধিদপ্তরের সকল ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাকে (অধিদপ্তরের জেলা পর্যায় পর্যন্ত) ইন্টারনেট ব্যবহারের আওতায় আনা হয়েছে। সকল কর্মকর্তার ওয়েবভিত্তিক ই-মেইল একাউন্ট খোলা হয়েছে এবং সরকারি সকল পত্রে ই-মেইল একাউন্ট ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

১৬. সার্বিক পর্যালোচনায় বলা যায় যে, ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন যুগোপযোগী ও টেকসই কার্যক্রমের ফলে দেশে খাদ্য সরবরাহ সন্তোষজনক ছিল এবং প্রধান প্রধান খাদ্যের মূল্যে স্থিতিশীলতা বজায় থেকেছে। ফলে, দেশের মানুষের খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার আরও সুসংহত হয়েছে। খাদ্য ভিত্তিক কর্মসূচিসমূহ দেশের দুঃস্থ জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং গ্রামীণ অর্থনীতি ও উন্নয়ণের চাকা গতিশীল রাখতে সহায়তা করেছে। সরকারি খাদ্য গুদামের সংরক্ষণ সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের সার্বিক খাদ্য ব্যবস্থাপনা ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছ। খাদ্য নিরাপত্তার জন্য খাদ্যের সহজলভ্যতা (Availability) খাদ্য প্রাপ্তির ক্ষমতা (Access to Food) ও খাদ্যের জৈবিক ব্যবহার

(Utilization of Food) সমভাবে অপরিহার্য যা অর্জনে সকলের সম্মিলিত প্রয়াস আবশ্যক বিবেচিত হওয়ায় খাদ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ১৭টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সমন্বয়ে জাতীয় খাদ্য নীতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্রয়াস চলছে। খাদ্য মন্ত্রণালয় তার গৃহীত পরিকল্পনা ও কর্মসূচি আরও কার্যকর, সমৃদ্ধ, জনমুখী ও যুগোপযোগী করার জন্য আগামী দিনগুলোতেও প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে।

১.০ ভূমিকা

খাদ্য মানুষের মৌলিক চাহিদার অন্যতম। সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য মানুষকে পরিমিত, নিরাপদ এবং পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করতে হয়। মানুষের নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। রাষ্ট্রীয়ভাবে খাদ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গত শতাব্দির চলিস্নশের দশকে শুরু হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে ১৯৪৩ সালে অবিভক্ত বাংলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষর প্রেক্ষাপটে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বেঙ্গল সিভিল সাপস্নাই বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে প্রধান প্রধান শহরে বিধিবদ্ধ রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়, পরবর্তীতে সংশোধিত রেশনিং ব্যবস্থা মফস্বল পর্যমত্ম সম্প্রসারণ করা হয়। ভারতবর্ষ বিভক্তির পর হতে ১৯৫৫ সাল পর্যমত্ম পূর্ব পাকিসত্মান সিভিল সাপস্নাই নামে খাদ্য বিভাগ তার কর্মকান্ড পরিচালিত করে।

এরপর অনেক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে খাদ্য মন্ত্রণালয় খাদ্য ব্যবস্থাপনার গুরম্ন দায়িত্ব পালন করতে থাকে। ১৯৭২ সালে এটির নামকরণ করা হয় খাদ্য ও বেসামরিক মন্ত্রণালয়। নিজস্ব খাদ্য উৎপাদন দ্বারা দেশের চাহিদা না মিটায় বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানীর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। আমত্মর্জাতিক বাজার থেকে খাদ্য আমদানির পাশাপাশি অভ্যমত্মরীণ উৎস থেকে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে খাদ্যশস্য মজুদ ও সরবরাহের মাধ্যমে মূল্য নিয়ন্ত্রণের ভারসাম্য ও কার্যকরী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়। এছাড়াও সরকারের কাজের বিনিময়ে খাদ্য, ভিজিডি, ভিজিএফ, রেশনিং ইত্যাদি ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণের ফলে অল্প সময়ের মধ্যে খাদ্য মূল্য মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে চলে আসে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ৬ মে ২০০৪ তারিখের প্রজ্ঞাপন নং-মপবি-৪/৫/২০০৩-বিধি/৪২ এর মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং খাদ্য মন্ত্রণালয়কে একীভূত করে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রনালয় নামে নামকরণ করা হয়। পরবর্তীতে পুনরায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২৪ নভেম্বর ২০০৯ তারিখের প্রাজ্ঞাপন নং-মপবি-৪/৫/২০০৮-বিধি/১৬৮ এর মাধ্যমে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়কে ‘খাদ্য বিভাগ’ এবং ‘দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ’ নামে দুটি বিভাগে রূপামত্মর করা হয়। সর্বশেষ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখের ০৪.৪২৩.০২২.০২.০১. ০০২. ২০১২-৯৬ নম্বর আদেশে দুটি বিভাগকে আলাদা করে দুটি পৃথক মন্ত্রণালয়ে রূপান্তর করে এবং খাদ্য বিভাগ খাদ্য মন্ত্রণালয়ে রূপান্তরিত হয়।

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম ঘনবসতিপূর্ন একটি দেশ। ১৯৭১ সালের তুলনায় বর্তমান জনসংখ্যা দ্বিগুণের বেশী হওয়া এবং আবাদযোগ্য জমি ক্রমাগতভাবে হ্রাস পাওয়া সত্বেও সরকার কর্তৃক কৃষি ক্ষেত্রে ভর্তূকি প্রদান, সার, বীজ, কীটনাশক ও প্রযুক্তি সহজলভ্য করায় ইতিমধ্যে খাদ্য উৎপাদন কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে বর্তমানে দেশ খাদ্যে, বিশেষত চাল উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্নতা অর্জন করেছে। তথাপিও ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ দারিদ্র ও আয় বৈষম্যের মধ্যে দিনাতিপাত করে থাকে। ফলে, জাতীয় পর্যায়ে খাদ্য প্রাপ্যতা বাড়লেও অঞ্চল ভেদে দরিদ্র গোষ্ঠীর পারিবারিক পর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা এখনও একটি চ্যালেঞ্জ।

সাংবিধানিকভাবে জনসাধারণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বিশেষ করে ২০০৭-০৮ এ বিশ্বব্যাপী খাদ্য সংকটের পর থেকে বিশ্ব বাজারে সরবরাহ ও মূল্যের অস্থিশীলতা বিরাজমান। ২০১৭ মার্চ এপ্রিল হতে হাওর এলাকায় অকাল বন্যা, পাহাড় ধস, মৌসুমি বন্যা কারণে উৎপাদন ও সংগ্রহ কমে যাওয়ায় দেশের বাজারে খাদ্যশস্যের মূল্যের অস্থিতিশীলতা দেখা দেয়। এ অস্থিতিশীলতা রোধ এবং খাদ্যশস্যের মজুদ ও সহজলভ্যতা নিশ্চিত করতে সরকার আন্তর্জাতিক বাজার থেকে দরপত্রের মাধ্যমে এবং ‘সরকার হতে সরকার’

পর্যায়ে চুক্তির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য সংগ্রহ নিশ্চিত করেছে। ফলে বাজারে খাদ্যশস্যের মূল্য ২০১৬-১৭ সালে স্বাভাবিক পর্যায়ে রাখতে সক্ষম হয়।

খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষি উৎপাদন, খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টির জন্য সমন্বিত বিনিয়োগ পরিকল্পনা (CIP) ২০১০ সালে প্রণীত হয়; ২০১১ সালে এটি সংশোধিত হয়। CIP এর মাধ্যমে দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর ফলে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে। সরকারী খাদ্য ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি দেশে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণের কার্যক্রম সমন্বয়ের দায়িত্ব খাদ্য মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত হয়েছে। এ লক্ষ্যে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণে খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ, বিপণন ও বিক্রয় সংশিস্নষ্ট কার্যক্রম সমন্বয়ের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ এবং এতদলক্ষ্যে সরকার ২০১৩ সালে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য আইন- ২০১৩ প্রণয়ন করে। আইনটি ফেব্রম্নয়ারি ২০১৩ তারিখে কার্যকর হয় এবং ফেব্রম্নয়ারি ২০১৫ এ সরকার বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তপক্ষ নামে একটি কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করে। কর্তৃপক্ষ ইতোমধ্যে ইস্কাটন গার্ডেনস্থ প্রবাসী কল্যান ভবনে তাদের প্রধান কার্যালয় স্থাপন করে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

সচিবালয় নির্দেশমালা ১৯৭৬ (Secretariat Instructions 1976) এবং সরকারের কার্যবিধিমালা ১৯৯৬ (Rules of Business 1996) অনুসারে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের প্রতিবছরের কার্যক্রমের বিবরণ বার্ষিক প্রতিবেদন আকারে প্রকাশ করার বিধান রয়েছে। সে অনুযায়ী খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সকল অনুবিভাগ, এফপিএমইউ, অধিশাখা, শাখাসমূহ, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ এবং খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে এ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। এ প্রতিবেদনের মাধ্যমে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কে সকলে সম্যক ধারণা লাভ করবে বলে আশা করা যায়।

২.০ সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যাবলী

২.১ খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যাবলী

২.১.১ সাংগঠনিক কাঠামো

সকল সময়ে দেশের সকল মানুষের জন্য নির্ভরযোগ্য খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবসহা নিশ্চিত করার ব্রত নিয়ে নীতি নির্ধারণ ও বাসত্মবায়নের গুরম্নত্ব বিবেচনা করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সর্বশেষ ১৩.০৯.২০১২ তারিখের ০৪.০২৩.০২২.০২.০১.২০১২-৯৬ নং পত্র সংখ্যার মাধ্যমে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় বিভক্ত হয়ে (ক) খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং (খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় নামে দু'টি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় সৃষ্টি হয়। নতুন মন্ত্রণালয় গঠিত হলেও বিলুপ্ত খাদ্য বিভাগের জন্য প্রযোজ্য জনবল খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কাঠামোতে অপরিবর্তিত রাখা হয়। সচিবের অধীনে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্যাবলী পরিচালিত হয়। প্রশাসন ও উন্নয়ন, সংগ্রহ ও সরবরাহ, বাজেট ও অডিট এবং খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট নামে ৪ টি অনুবিভাগের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কর্মকান্ড সম্পাদিত হয়ে থাকে। ইতোমধ্যে কর্মসম্পাদনের সুবিধার্থে প্রশাসন ও উন্নয়ন অনুবিভাগকে প্রশাসন অনুবিভাগ এবং পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগ নামে দুটি অনুবিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রশাসন অনুবিভাগ এবং পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগে ২ জন অতিরিক্ত সচিব, সংগ্রহ ও সরবরাহ অনুবিভাগে এবং বাজেট ও অডিট অনুবিভাগে ২ জন যুগ্ম-সচিব এবং খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিটে ১ জন যুগ্ম-সচিব বা সমমর্যাদার কর্মকর্তা মহাপরিচালক হিসেবে কর্মরত আছেন।

প্রশাসন অনুবিভাগ

প্রশাসন অনুবিভাগের অধীনে প্রশাসন-১ অধিশাখায় ১ জন যুগ্ম-সচিব, অভ্যমত্মরীণ প্রশাসন-১ শাখায় ১ জন উপ সচিব, প্রশাসন-২ অধিশাখায় ১ জন উপ সচিব, সংস্থা প্রশাসন শাখায় ১ জন সিনিয়র সহকারী সচিব, সেবা এবং তদমত্ম অধিশাখায় ১ জন করে উপ সচিব দায়িত্বরত আছেন। এছাড়া, সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখায় ১ জন যুগ্ম সচিব এবং আইসিটি সেলে ১ জন প্রোগ্রামার কর্মরত আছেন। প্রশাসন অনুবিভাগে মন্ত্রণালয় ও সংযুক্ত দপ্তরের জনবল ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষণ ও মানব সম্পদ উন্নয়ন, শৃংখলা, পেনশন ও সমন্বয় বিষয়াদির নীতিনির্ধারণ কার্যাদি সম্পাদন করা হয়।

পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগ

পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগের অধীনে উপপ্রধান (পরিকল্পনা কোষ) এর তত্ত্বাবধানে পরিকল্পনা-১, পরিকল্পনা-২ এবং পরিকল্পনা-৩ শাখা পরিচালিত হয়। এ অনুবিভাগে ১ জন উপপ্রধান, ১ জন সিনিয়র সহকারী প্রধান ও ১ জন সহকারী প্রধান দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এ অনুবিভাগে মন্ত্রণালয় ও সংযুক্ত দপ্তরের উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের নীতি নির্ধারণী কার্যাদি সম্পাদন করা হয়।

সংগ্রহ ও সরবরাহ অনুবিভাগ

সংগ্রহ ও সরবরাহ অনুবিভাগের অধীনে সরবরাহ অধিশাখায় ১ জন উপ সচিব, সরবরাহ-১ শাখায় ১ জন সহকারী সচিব, সরবরাহ-২ শাখায় ১ জন উপ সচিব, সংগ্রহ অধিশাখায় ১ জন যুগ্ম-সচিব, বৈদেশিক সংগ্রহ শাখায় ১ জন সিনিয়র সহকারী সচিব ও অভ্যমত্মরীণ সংগ্রহ শাখায় ১ জন যুগ্ম-সচিব কর্মরত আছেন। এ অনুবিভাগ খাদ্যশস্যের অভ্যমত্মরীণ ও বৈদেশিক সংগ্রহ, চলাচল, মজুদ, সরবরাহ ও সংরক্ষণ সংক্রামত্ম নীতি নির্ধারণ কার্যাদি সম্পাদন করে থাকে।

বাজেট ও অডিট অনুবিভাগ

বাজেট ও অডিট অনুবিভাগের অধীনে অডিট অধিশাখায় ১ জন যুগ্ম সচিব, বাজেট ও হিসাব অধিশাখায় ১ জন উপ সচিব ও ১ জন বাজেট অফিসার এবং অডিট-৩ শাখায় ১ জন উপ সচিব কর্মরত আছেন। মন্ত্রণালয়ের বাজেট ব্যবস্থাপনা এবং বাণিজ্যিক অডিট নিষ্পত্তির লক্ষ্যে অনুবিভাগ প্রয়োজনীয় কার্যাদি সম্পাদন করে থাকে।

খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট (এফপিএমইউ)

এ ইউনিটে যুগ্ম-সচিব বা সম পদমর্যাদার ১ জন মহাপরিচালকের অধীনে বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা এবং দেশেরসার্বিক খাদ্য পরিস্থিতি পরিবীক্ষণসহ সরকারের খাদ্যনীতি ও কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কারিগরি সহায়তা কার্যক্রমসম্পাদিত হয়। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো পরিশিষ্ট-'ক' তে দেখানো হলো।

২.১.২ খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলী (Allocation of Business)

- দেশের সার্বিক খাদ্য ব্যবস্থাপনা পরিচালনা;
- জাতীয় খাদ্য নীতি-কৌশলের বাসত্মবায়ন;
- নির্ভরযোগ্য জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা;
- খাদ্যশস্যের আমদানি-রপ্তানি ও বেসামরিক সরবরাহ;
- খাদ্য খাতের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাসত্মবায়ন;
- দেশের খাদ্য সরবরাহ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ;
- খাদ্যশস্য (চাল ও গম) সংগ্রহ ও বিতরণ;
- রেশনিং ব্যবস্থাপনা;
- খাদ্যশস্য ও খাদ্যদ্রব্যের পরিদর্শন ও বিশেস্নষণ এবং আমদানি, রপ্তানি ও স্থানীয় পণ্যের গুণগতমান সংরক্ষণ;
- খাদ্যশস্যের মূল্য নির্ধারণ ও মূল্যের স্থিতিশীলতা আনয়ন;
- খাদ্যশস্যের চলাচল ও সংরক্ষণ;
- মজুদ, রক্ষণাবেক্ষণ ও পর্যাপ্ত খাদ্যশস্য সংরক্ষণ;
- খাদ্য বাজেট, হিসাব ও অর্থ ব্যবস্থাপনা;
- খাদ্য পরিকল্পনা, গবেষণা ও পরিধারণ;
- নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩ এর সকল কার্যক্রম;

২.২ খাদ্য অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যাবলী

২.২.১ সাংগঠনিক কাঠামো

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাঝামাঝি সময় ১৯৪৩ সালে অবিভক্ত বাংলায় ভয়াবহ দূর্ভিক্ষ (Great Bengal Famine) মোকাবেলায় বেঙ্গল সিভিল সাপস্নাই বিভাগ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ভারত বিভক্ত হলে খাদ্য ও বেসামরিক সরবরাহ (Food & Civil Supply Dept.) বিভাগ নামে তৎকালীন পূর্ব পাকিসত্মানে কার্যক্রম শুরম্ন হয়। ১৯৫৭ সালে খাদ্য বিভাগের স্থায়ী কাঠামো প্রদান করা হলেও, সরবরাহ, বন্টন ও রেশনিং, সংগ্রহ, চলাচল ও সংরক্ষণ, পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি পরিদপ্তর পৃথকভাবে কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। ১৯৮৪ সালে প্রশাসনিক সংস্কারের মাধ্যমে সকল পরিদপ্তর একীভূত হয়ে বর্তমান সময়ের পুনর্গঠিত খাদ্য অধিদপ্তর (Directorate General of Food) প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং নিম্নরূপ সাংগঠনিক কাঠামো পুনঃবিন্যসত্ম হয়। নববই দশকের শেষভাগে প্রশিক্ষণ বিভাগ নামে নতুন একটি বিভাগ খাদ্য অধিদপ্তরে সংযোজিত হয়। তাছাড়া বিভিন্ন সময় নতুনভাবে প্রশাসনিক বিভাগ ও উপজেলা সৃষ্টি হওয়ায় খাদ্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের সাংগঠনিক কাঠামো সম্প্রসারিত হয়।

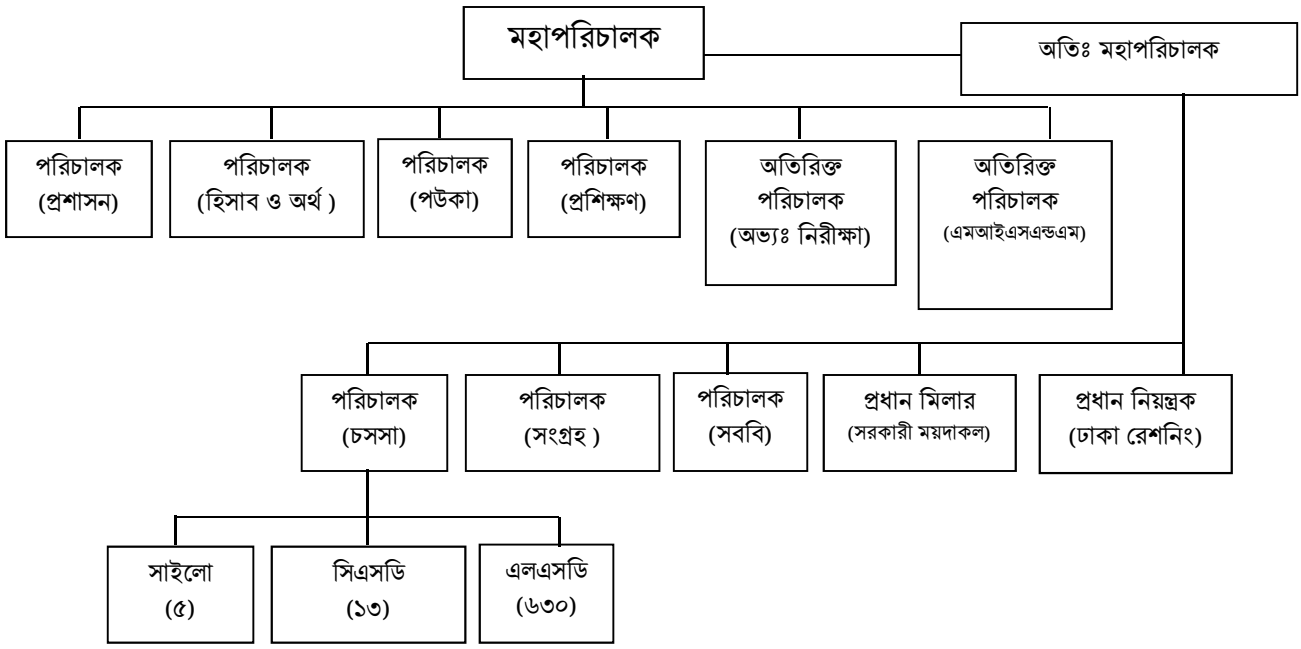

সারণী ২.১: মাঠ পর্যায়ে খাদ্য অধিদপ্তরের নিম্নরূপ কর্মকর্তা-কর্মচারীর পদমঞ্জুরি

আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক	৭
সাইলো অধীক্ষক	৫
রক্ষণ প্রকৌশলী	৯
জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সমমান	৬৬
সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সমমান	৬৯
উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সমমান	৬৫৭
আরএমই	৬
২য় শ্রেণী	১৭৫৭
৩য় শ্রেণী	৪৭৩০

৪র্থ শ্রেণী	৬২৯৬
মোট জনবল	১৩৬০২

মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তরের প্রধান নির্বাহী হিসেবে সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন। মহাপরিচালকের অধীনে ১জন অতিরিক্ত মহাপরিচালক অপারেশনাল কর্মকান্ডে সহায়তা করেন। মহাপরিচালকের বিভিন্নমুখী কর্মকান্ডের জন্য অধিদপ্তরের ৭টি বিভাগে ৭ জন পরিচালক সহায়তা করে থাকেন। খাদ্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ মহাপরিচালকের অধীনে অর্পিত নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পাদন করেন। মাঠ পর্যায়ে খাদ্য ব্যবস্থাপনার সার্বিক কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য দেশের প্রশাসনিক বিভাগের সাথে সঙ্গতি রেখে সারাদেশকে ৭টি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে। অঞ্চল তথা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের অধীনে জেলাসমূহের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ। প্রতি উপজেলায় ১ জন করে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক নিয়োজিত আছেন। সারা দেশের কৌশলগত স্থানে সাইলো, সিএসডি এবং দেশের প্রায় সকল উপজেলায় কমপক্ষে ১টি এলএসডি, গুরম্নত্বপূর্ণ উপজেলায় দুই বা ততোধিক এলএসডি'র মাধ্যমে খাদ্য ব্যবস্থাপনার প্রশাসনিক ও অপারেশনাল কার্যাবলী সম্পাদন করা হয়।

২.২.২ **কার্যবালী**

Bengal Civil Supply Dept. প্রতিষ্ঠাকালে প্রধান প্রধান শহরগুলোতে বিধিবদ্ধ রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। পরবর্তীতে সংশোধিত রেশনিং ব্যবস্থার মাধ্যমে সর্বত্র তা সম্প্রসারিত করা হয়। কালের বিবর্তনে এবং সময়ের প্রয়োজনে সর্বশেষ ১৯৮৪ সালে বেঙ্গল সিভিল সাপস্নাই ডিপার্টমেন্ট সমন্বিত খাদ্য অধিদপ্তরে রূপামত্মরিত হলে নিমণরূপভাবে এ বিভাগের কার্যাবলী পূর্ণগঠন করা হয়

- খাদ্য অধিদপ্তর ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহের সার্বিক প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা;
- সরকার কর্তৃক জারীকৃত আইন.অধ্যাদেশ, বিধি-বিধান এবং সরকার কর্তৃক মাঝে মাঝে জারীকৃত নির্দেশ যথাযথভাবে অনুসরণ ও বাসত্মবায়ন;
- মাঠ কর্মীদের নির্বাহী ও পরিচালনাগত নির্দেশনা দান এবং তাদের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান;
- বিদ্যমান প্রক্রিয়ায় খাদ্য অধিদপ্তরের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের নিয়োগ, বদলী ও পদায়ন;
- ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কিত কারিগরী বিষয়াদি ও নীতি নির্ধারণে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন;
- দপ্তরের কর্ম যথাযথভাবে সম্পাদন;
- কর্মরত কর্মকর্তাদের প্রতি সর্বোচ্চ পরিমাণের ক্ষমতা অর্পণের সুস্পষ্ট স্থায়ী আদেশ জারী;
- ডিপার্টমেন্টের কাজ নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান;
- সামগ্রিক কাজের অগ্রগতি এবং অধিককাল নিস্পত্তির অপেক্ষমান বিষয়সমূহ নিস্পত্তি ;
- কর্মকর্তাদের মধ্যে কার্য বন্টনপূর্বক সকল কার্যাবলী সূচারুরূপে সম্পাদন;
- পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা ও নির্দেশ, ভৌত সুবিধা, লোকবল ও অন্যান্য লভ্য সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করণ;
- প্রয়োজনের মুহূর্তে সুস্পষ্ট ও সময়োচিত সিদ্ধামত্ম গ্রহণ;
- দপ্তরের যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
- সংশিস্নষ্ট যে কোন বিষয়ের তদমত্ম ও পরিসংখ্যান;
- সংশিস্নষ্ট যে কোন বিষয়ের ফি নির্ধারণ ও ব্যবস্থাপনা।

৩.০ খাদ্য পরিস্থিতি (২০১৬-১৭)

২০১৬-১৭ অর্থবছরে দেশের খাদ্য নিরাপত্তার প্রধান তিনটি উপাদান/নিয়ামক যথা প্রাপ্যতা (Food Availability), জনগণের খাদ্য প্রাপ্তির প্রবেশাধিকার তথা ক্রয় ক্ষমতা (Access to Food) এবং পুষ্টি অবস্থার উন্নয়ন হয়েছে। স্বল্প ও মধ্য মেয়াদে খাদ্য নিরাপত্তার এসব মাত্রা মূলত: দেশের সার্বিক খাদ্য পরিস্থিতি তথা অভ্যন্তরীণ উৎপাদন, খাদ্যশস্য আমদানী, বাজারে সরবরাহ ও চাহিদার উপর নির্ভরশীল। বর্তমান সময়ের চাহিদার প্রেক্ষিতে দেশের সকল শ্রেণি ও পেশার মানুষের পুষ্টিগত অবস্থাকে বিবেচনা করে পুষ্টিকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (২০১৬-২০২১)(CIP2) প্রণয়নের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে দেশের সার্বিক খাদ্য পরিস্থিতি নিম্নরুপ ছিলঃ

৩.১ উৎপাদন ও সরবরাহ পরিস্থিতি

কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক দেশে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে খাদ্য শস্যের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছিল সর্বমোট ৩৬৫.৯২ লাখ মে. টন (চাল ৩৫১.৬১ লাখ মে. টন এবং গম ১৪.৩১ লাখ মে. টন)। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বি.বি.এস) চূড়ান্ত প্রাক্কলন অনুসারে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে চালের আকারে আউশ ২১.৩৪ লাখ মে. টন , আমন ১৩৬.৫৬ লাখ মে. টন, বোরো ১৮০.১৪ লাখ মে.টন ও গমের উপাদন ১৩.১১ লাখ মে.টন উৎপাদিত হয়েছে। এ হিসাবে মোট চালের উৎপাদন ৩৩৮.০৪ লাখ মে.টন এবং গমের উৎপাদন ১৩.১১ লাখ মে.টন। সে হিসাবে দেশে সর্বমোট খাদ্যশস্যের উৎপাদন ৩৫১.১৮৫ লাখ মে.টন।

সারণী-৩.১: অভ্যন্তরীণ খাদ্য উৎপাদন

চাল/গম	২০১৬-১৭		২০১৫-১৬	
	বিবিএস কর্তৃক চূড়ান্ত প্রাক্কলিত		বিবিএস কর্তৃক চূড়ান্ত প্রাক্কলিত	
	আবাদ (লাখ হেক্টর)	উৎপাদন (লাখ মেঃ টন)	আবাদ (লাখ হেক্টর)	উৎপাদন (লাখ মেঃ টন)
আউশ	৯.৪২	২১.৩৪	১০.১৮	২২.৮৯
আমন	৫৫.৮৩	১৩৬.৫৬	৫৫.৯০	১৩৪.৮৩
বোরো	৪৪.৭৬	১৮০.১৪	৪৭.৭৩	১৮৯.৩৮
মোট চাল	১১০.০১	৩৩৮.০৪	১১৩.৮১	৩৪৭.১০
গম	৪.১৫	১৩.১১	৪.৪৫	১৩.৪৮
মোটা চাল ও গম	১১৪.১৬	৩৫১.১৫	১১৮.২৬	৩৬০.৫৮

সূত্রঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বি.বি.এস), পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ।

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে খাদ্যশস্যের সম্ভাব্য আনুপাতিক উৎপাদন পরিস্থিতি

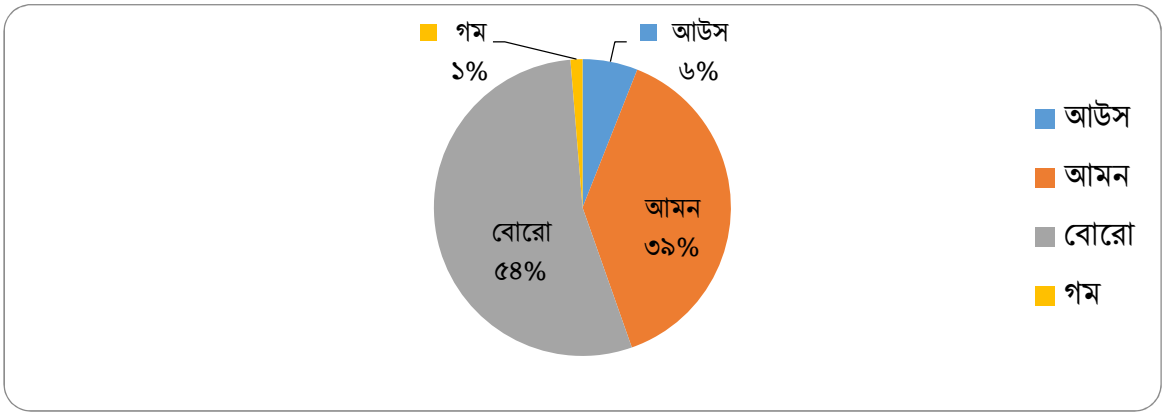

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস), পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

খাদ্য শস্যের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন এবং সরবরাহ বৃদ্ধির জন্য ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সরকারের নিজস্ব অর্থে ৪.০০ (চাল ০.০০ ও গম ৪.০০) লাখ মেঃ টন খাদ্যশস্য আমদানির সংশোধিত বাজেট নির্ধারিত থাকলেও শুধুমাত্র ৩.০৮ লাখ মে.টন গম আমদানি করা হয়েছিল, কোন প্রকার চাল আমদানি করা হয়নি। সাম্প্রতিককালে উন্নয়ন সহযোগী দেশ/সংস্থাসমূহের নীতি-কৌশল পরিবর্তনের কারণে দেশে বৈদেশিক খাদ্য সাহায্যের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে পি.এফ.ডি.এস-এর আওতায় বিতরণকৃত ২২.৪১ লাখ মেঃ টন খাদ্যশস্যের বিপরীতে বৈদেশিক খাদ্য সাহায্যের পরিমাণ ছিল মাত্র ০.৮৫ লাখ মেঃ টন।

৩.২ খাদ্যশস্যের মূল্য পরিস্থিতি

৩.২.১ অভ্যন্তরীণ মূল্য পরিস্থিতি

গত ২০১৬-১৭ অর্থবছরে (জুলাই/১৬-জুন/১৭) অভ্যন্তরীণ বাজারে মোটা চালের খুচরা ও পাইকারী মূল্য ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের তুলনায় যথাক্রমে প্রায় ৩১% ও ৩৫% বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে চাল, গম ও আটার খুচরা ও পাইকারী মূল্য স্থিতিশীল থাকলেও ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে জানুয়ারি/১৬ থেকে চালের মুল্য বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। পরবর্তীতে এপ্রিল-মে/১৭ মাসে অর্থ্যাৎ বোরো মৌসুমে হাওয়র আঞ্চলে আগাম বন্যা পরিস্থির কারনে বাজারে চালের মূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে,উল্লেখিত সময়ে গম ও খোলা আটার বাজার মুল্য মোটামুটি স্থিতিশীল ছিল এবং বর্তমানেও তা অব্যাহত আছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের কৃষি বিপণন অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের চাল ও গমের জাতীয় গড় মূল্য ও আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য নিচের সারণীদ্বয়ে দেয়া হলো:

সারণী ৩.২: মোটা চাল, গম ও আটার খুচরা ও পাইকারী পর্যায়ে জাতীয় গড় মূল্য

মাসের নাম	মোটা চাল (টাকা/কেজি)		গম (টাকা/কেজি)		খোলা আটা (টাকা/কেজি)	
	খুচরা	পাইকারী	খুচরা	পাইকারী	খুচরা	পাইকারী
জুলাই/১৬	২৬.৪৫	২৪.১২	২০.৯৬	১৮.৯০	২৩.৫৯	২০.৮১
আগস্ট/১৬	২৯.৩৮	২৭.০৪	২০.৭০	১৮.৮৫	২৩.৭৪	২১.০২
সেপ্টেম্বর/১৬	৩২.৪৩	৩০.১৭	২২.৫০	২০.১৩	২৩.৯২	২১.৪৫
অক্টোবর/১৬	৩৪.৭৯	৩২.৬৫	২২.৩৮	১৯.৮৮	২৩.৮৯	২১.৩৩
নভেম্বর/১৬	৩৪.৬৭	৩২.৪৪	২২.০০	১৯.৮৮	২৩.৭৪	২১.২৯
ডিসেম্বর/১৬	৩৩.৮২	৩১.৫৮	২২.৪২	২০.৫৫	২৩.৭৬	২১.৩০
জানুয়ারি/১৭	৩৪.২০	৩২.০৭	২২.০০	২০.৩৩	২৩.৭০	২১.২৯
ফেব্রুয়ারি/১৭	৩৪.৯৯	৩২.৯৮	২১.৭০	১৯.৩১	২৩.৬৩	২১.১৫
মার্চ/১৭	৩৫.৮১	৩৩.৮১	২১.৮৭	১৯.০৬	২৩.২৫	২০.৮৫
এপ্রিল/১৭	৩৮.০৪	৩৫.৯৭	২২.৩৪	১৯.৪৬	২৩.৩৪	২০.৯৫
মে/১৭	৪০.৭০	৩৮.৩৮	২৪.২৫	২১.২৬	২৩.৫৩	২১.১৭
জুন/১৭	৪১.৮০	৩৯.৫১	২৩.১৩	২০.৩৮	২৩.৪৭	২০.৯৯
গড় (২০১৬-১৭)	৩৪.৭৬	৩২.৫৬	২২.১৯	১৯.৮৩	২৩.৬৩	২১.১৩

সূত্র : কৃষি মন্ত্রণালয় (কৃষি বিপণন অধিদপ্তর)

লেখচিত্র-৩.১: মোটা চালের খুচরা ও পাইকারী পর্যায়ে জাতীয় গড় মূল্য

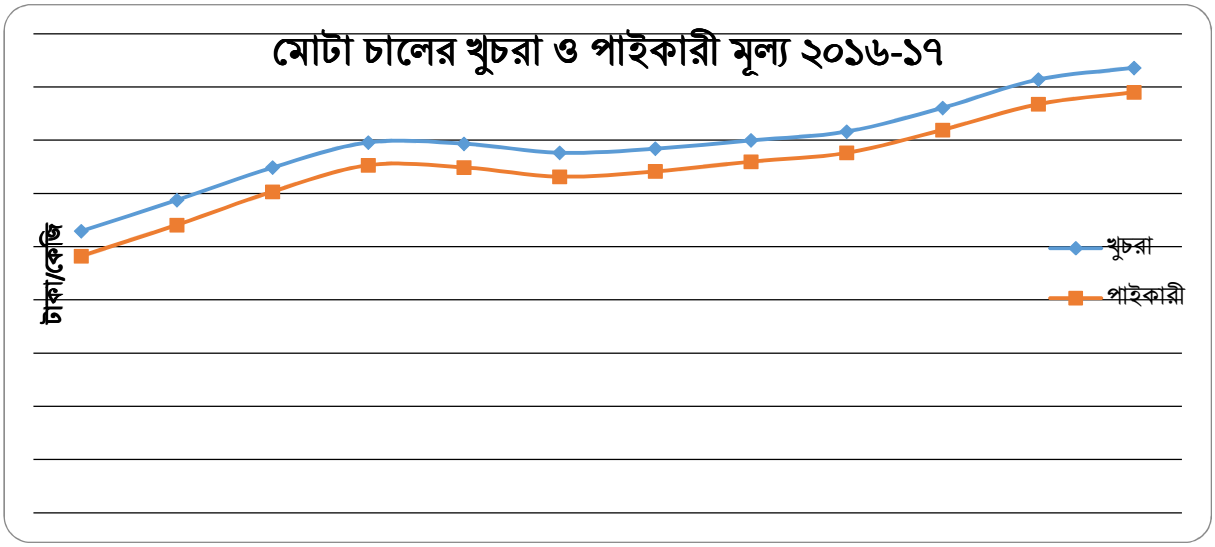

লেখচিত্র-৩.২: খোলা আটার খুচরা ও পাইকারী পর্যায়ে জাতীয় গড় মূল্য

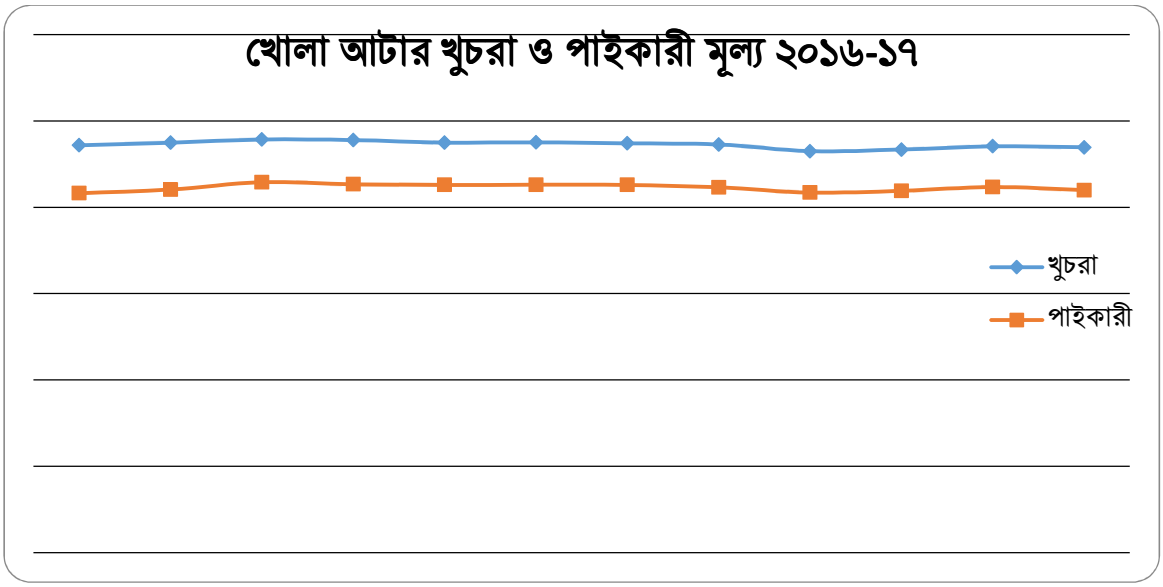

৩.২.২ আন্তর্জাতিক মূল্য পরিস্থিতি

বিগত এক বছরে (জুলাই/১৫-জুন/১৬) আন্তর্জাতিক বাজারে চাল ও গমের রপ্তানি মূল্য দেশ ও প্রকার ভেদে হ্রাস ও বৃদ্ধি উভয় প্রবণতাই লক্ষ্য করা গেছে এবং গমের রপ্তানি মূল্য উল্লেখযোগ্য হ্রাস পেয়েছে। সিদ্ধ চালের (৫% ভাঙ্গা) রপ্তানি মুল্য (এফ.ও.বি) গত জুলাই/১৫ মাসের তুলনায় জুন/১৬ মাসে থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম (আতপ), ভারতে যথাক্রমে প্রায় ৯%, ৫%, ২% বৃদ্ধি এবং পাকিস্তানে প্রায় ৫% হ্রাস পেয়েছে। একই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের নরম গম, ইউক্রেনীয় ও রাশিয়ান মিলিং গমের রপ্তানি (এফ.ও.বি) মূল্য যথাক্রমে প্রায় ৭%, ৫% ও ৫% হ্রাস পেয়েছে।

সারণী ৩.৩: আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য পরিস্থিতি

মাস	চাল (টনপ্রতি মার্কিন ডলারে রপ্তানি মূল্য)				গম (টনপ্রতি মার্কিন ডলারে রপ্তানি মূল্য)		
	থাই ৫% সিদ্ধ চাল (এফ.ও.বি ব্যাংকক)	৫% আতপ চাল (ভিয়েতনাম)	৫% সিদ্ধ চাল (ভারত)	৫% সিদ্ধ চাল (পাকিস্তান)	ইউএস নং-২ লাল নরম গম (এফওবি গালফ)	ইউক্রেনীয় মিলিং গম (এফওবি ব্লাক সি)	রাশিয়ান মিলিং গম (এফওবি ব্লাক সি)
জুলাই/১৬	৪১৪	৩৫২	৩৮৬	৪১৬	১৬৮	১৬৭	১৬৭
আগস্ট/১৬	৩৯৪	৩৪৩	৩৬৭	৪০০	১৬১	১৭১	১৭২
সেপ্টেম্বর/১৬	৩৬৬	৩৩০	৩৫৭	৩৫৭	১৫৫	১৭০	১৭০
অক্টোবর/১৬	৩৫১	৩৩৩	৩৪৯	৩৬৯	১৬৪	১৭৪	১৭৫
নভেম্বর/১৬	৩৪১	৩৩৭	৩৪২	৩৬৫	১৬৮	১৮২	১৮২
ডিসেম্বর/১৬	৩৫২	৩৩৪	৩৪৯	৩৭৬	১৬২	১৮৪	১৮৩
জানুয়ারি/১৭	৩৫৮	৩২৮	৩৭০	৪০০	১৭২	১৮৪	১৮৪
ফেব্রুয়ারি/১৭	৩৪৬	৩৫৫	৩৭৪	৪০৮	১৮০	১৮৬	১৯০
মার্চ/১৭	৩৫৪	৩৫৩	৩৭৪	৪০২	১৭৭	১৮৯	১৯২
এপ্রিল/১৭	৩৬৬	৩৪২	৩৭৬	৪১৪	১৭৩	১৮৭	১৮৯
মে/১৭	৪০৪	৩৫২	৩৯২	৪২৯	১৭৭	১৮৬	১৮৭
জুন/১৭	৪৪৭	৪০৫	৪১৫	৪৩৮	১৮২	১৮৫	১৮৮
গড় (২০১৬-১৭)	৩৭৪.৪২	৩৪৭.০০	৩৭০.৯২	৩৯৭.৮৩	১৭০.০৯	১৮০.৪২	১৮১.৫৮

সূত্র : USDA, Ag-info, Live Rice Index and FAO.

লেখচিত্র ৩.৩: গমের আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য পরিস্থিতি

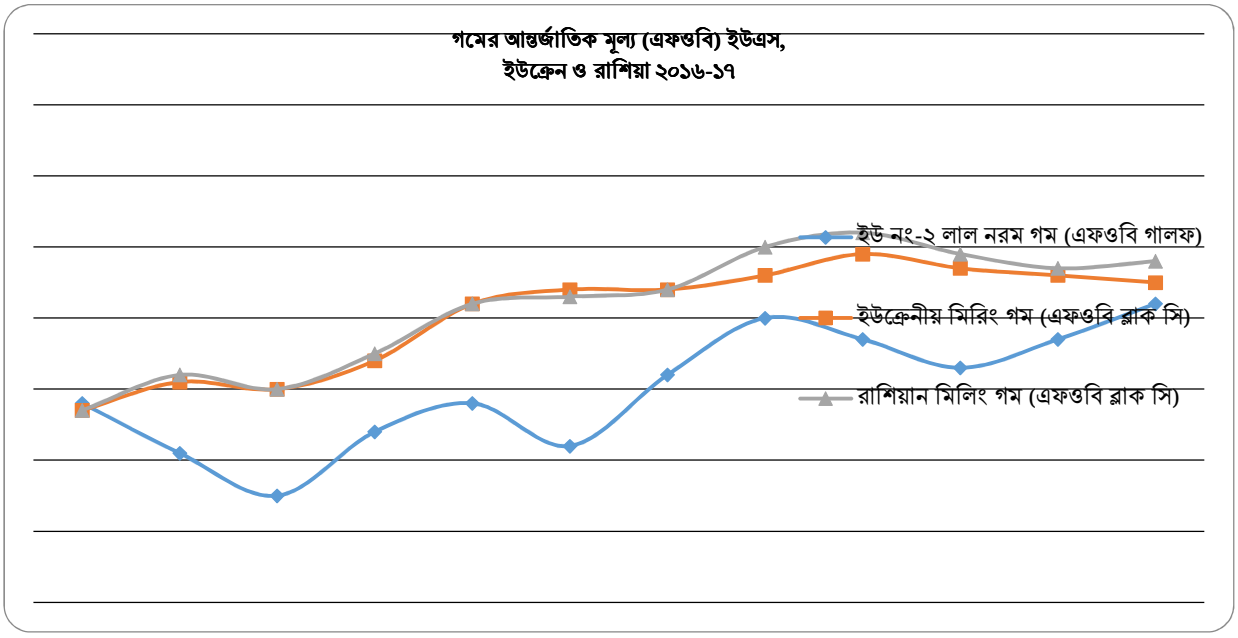

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিশেষ করে ধান ও গম উৎপাদনকারী দেশসমূহে অনুকূল আবহাওয়া, অভ্যন্তরীণ উৎপাদন পরিস্থিতি ও মূল্য সহনীয় মাত্রায় থাকায় আন্তর্জাতিক বাজারে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের গড় মূল্য পূর্ববছরের তুলনায় কিছুটা কম ছিল।

৩.৩ জনগণের ক্রয় ক্ষমতা, ভোগ ও পুষ্টি পরিস্থিতি:

খাদ্য ক্রয়-ক্ষমতা :

বাংলাদেশের প্রধান খাদ্যশস্য বা Staple food এর মূল্য স্থিতিশীল থাকায় এবং দেশের মানুষের গড় আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের মানুষের খাদ্য ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিবিএস এর Household Income Expenditure Survey 2010 (HIES) এর তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে চরমদারিদ্র্যের হার ২০০১ সালে ৪০% থেকে ২০১০ এ ৩১.৫% এ নেমে এসেছে। সম্প্রতি প্রকাশিত Millennium Development Goals এর বাংলাদশেরে Progress Report -২০১৫ অনুযায়ী দারিদ্র্যের হার বর্তমানে ২৪.৮%। খাদ্যভিত্তিক কর্মসূচিসহ সরকারের নানা গণমুখী সময়োপযোগী এবং বাস্তব কর্মসূচির ফলে এ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। অন্যদিকে ২০০৫-২০০৬ সালে যেখানে ১ দিনের মজুরী দিয়ে ৪-৫ কেজি চাল কেনা যেত সেখানে র্বতমানে ১ দনিরে মজুরী দিয়ে ৮.৭৫ কেজি চাল ক্রয় করা যায়।

পুষ্টি অবস্থা- মহিলাদের দীর্ঘমেয়াদী শক্তি ঘাটতির হার কমছেঃ

বিডিএইচএস রিপোর্ট অনুযায়ী মহিলাদের স্বল্প ওজন বা দীর্ঘমেয়াদী শক্তি ঘাটতির হার (বিএমআই <১৮.৫) ২০০৪ সনে ৩৪% ছিল যা হ্রাস পেয়ে ২০১৪ সনে হয়েছে ১৯% হয়েছে। এ হ্রাসমান হার মহিলাদের পুষ্টিগত মানের উন্নতির লক্ষণ হিসেবে গণ্য করা যায়। তবে ওজনাধিক্যের হার (বিএমআই > ২৩.০) ২০০৪ সনে ১৭% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৪ সনে ৩৯% হয়েছে ।

টেবিল-৩.৪ মহিলাদের পুষ্টিগত অবস্থা

সন	মহিলাদের স্বল্প ওজন বা দীর্ঘমেয়াদী শক্তি ঘাটতির হার (বিএমআই <১৮.৫)	মহিলাদের ওজনাধিক্যের হার (বিএমআই > ২৩.০)
২০০৪	**৩৪**	**১৭**
২০০৭	**৩০**	**২১**
২০১১	**২৪**	**২৯**
২০১৪	**১৯**	**৩৯**

সূত্রঃ বিডিএইচএস – ২০১৪

৪. সরকারি খাদ্য ব্যবস্থাপনা

৪.১ খাদ্য সংগ্রহ

বাংলাদেশ সরকারের কৃষি বান্ধব নীতি ও কর্মসূচি, কৃষি গবেষকদের দ্বারা টেকসই ও উচ্চ ফলনশীল ফসলের জাত উদ্ভাবন, কৃষি উৎপাদনের সহজ লভ্যতা, বাজার অবকাঠামোর উন্নয়ন এবং কৃষকদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে খাদ্যশস্য উৎপাদন স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে প্রয় চার গুণ বেড়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ চাল উৎপাদনে বিশ্বে শীর্ষে অবস্থানকারী কয়েকটি দেশের মধ্যে চতুর্থ। সময়ের সাথে পুষ্টির চাহিদা ও খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন ঘটেছে। সরকার কর্তৃক কৃষি বহুমুখীকরণ নীতি গ্রহণ করায় চাল উৎপাদনের সাথে সাথে অন্যান্য খাদ্যশস্যর উৎপাদন পূর্বের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্যের উৎপাদনের ফলে খাদ্য সরবরাহের আধিক্য ভোক্তাপর্যায়ে সহজ লভ্যতা সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশে খাদ্যশস্য উৎপাদন মৌসুমভিত্তিক হওয়ায় সকল কৃষক যখন একই সময়ে একই ধরনের ফসল ঘরে তোলে তখন বাজারে সরবরাহ বেশি হওয়ার কারণে খাদ্যশস্যের মূল্যস্তর নিম্নগামী হয়ে যায়। বিশেষ করে ধান কাটার মৌসুমে এ ধরণের পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে।

মৌসুম ভিত্তিক ধান/চালের মূল্য স্তরের অস্বাভাবিক হ্রাস একটি অন্যতম সমস্যা, যা কৃষি উৎপাদনে বিরুপ প্রভাব ফেলতে পারে। এই সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য বাংলাদেশ সরকার খাদ্য সংগ্রহ নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। খাদ্য মন্ত্রীর সভাপতিত্বে ৬ জন মন্ত্রী ও ১০ জন সচিবের সমন্বয়ে গঠিত খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটি ফসল কাটার মৌসুমে ফসল ঘরে তোলার পূর্বেই সভা করে খাদ্যশস্যের (মৌসুমভিত্তিক ধান/চাল ও গম) অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ মূল্য, পরিমাণ এবং সময়সীমা ঘোষণা করে থাকে, যাতে ফসল কাটার মৌসুমে কৃষকগণ ন্যায্যমূল্যে তাদের খাদ্যশস্য বিক্রয় করতে পারেন। সভায় গৃহিত সিদ্ধান্তের আলোকে অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ অভিযানের মাধ্যমে খাদ্যশস্যের মূল্য গতিশীল রাখার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ অভিযানের ফলে খাদ্যশস্যের মূল্য স্তর অস্বাভাবিক হ্রাস পাওয়া থেকে রক্ষা পায় এবং কৃষকদের লোকসানের ঝুঁকি দূর হয়। বিশেষ করে প্রান্তিক কৃষকগণ উপকৃত হন। ফলে কৃষি খাতে বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। খাদ্যশস্য উৎপাদন, সংগ্রহ ও সরবরাহে টেকসইয়তা অর্জনের কারণে বাংলাদেশ চাল উৎপাদনে স্বনির্ভরতা অর্জন ছাড়াও বিদেশে চাল রপ্তানি করার সক্ষমতা অর্জন করেছে। খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি নীতি এবং জনসচেতনতার কারণে দেশের মানুষের খাদ্য গ্রহণে বৈচিত্রতা আসায় খাদ্য অধিদপ্তরের সংগ্রহ বিভাগ অভ্যন্তরীণভাবে গম সংগ্রহের পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ গম উৎপাদন ঘাততি মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় পরিমাণ গম আমদানি করে থাকে।

৪.১.১ অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ

২০১৬-১৭ অর্থবছরে আমন মৌসুমে অভ্যন্তরীণভাবে খাদ্যশস্য সংগ্রহের লক্ষ্যে মাননীয় খাদ্য মন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটির (এফপিএমসি'র) সভায় প্রতি কেজি সিদ্ধচালের মূল্য ৩৩.০০ টাকা নির্ধারণপূর্বক আমন মৌসুমে অভ্যন্তরীণ ভাবে ২.৫০ লাখ মেঃ টন সিদ্ধ আমন চাল এবং ৫০ হাজার মেঃ টন আতপ আমন চাল অর্থাৎ সর্বমোট চালের আকারে ৩ লাখ মেঃ টন আমন চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। এফপিএমসি'র পূর্ব সিদ্ধান্তের আলোকে খাদ্য মন্ত্রণালয় পরবর্তীতে বাস্তবতার নিরিখে সরকারি মজুদ বৃদ্ধিকল্পে সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা আরও ২.০০ লাখ মেঃ টন বৃদ্ধিসহ সংগ্রহের সময়সীমা ১৫ দিন বর্ধিত করে ৩০/০৩/২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত পুনঃনির্ধারণপূর্বক সংগ্রহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। নির্ধারিত সংগ্রহ মেয়াদে প্রায় ৪.৪৪ লাখ মেঃ টন আমন চাল সংগৃহিত হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৮৯%।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে গম সংগ্রহ মৌসুমে এফপিএমসি'র সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতি কেজি ২৮ টাকা মূল্যে নির্ধারিত সময়সীমা ৩০ জুন, ২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত ১.০০ লাখ মেট্রিক টন গম অভ্যন্তরীণভাবে সংগৃহীত হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রার ১০০%।

এছাড়া ২০১৬ সালের বোরো ধান/চাল সংগ্রহ মৌসুমে প্রতি কেজি ধান ২৩.০০ টাকা, প্রতি কেজি সিদ্ধ চাল ৩২.০০ টাকা এবং প্রতি কেজি আতপ চাল ৩১.০০ টাকা হিসাবে চালের আকারে প্রায় ১০.২১ লাখ মেট্রিক টন বোরো সংগৃহিত হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৮৮%। গত ১৬/০৪/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে এফপিএমসি'র সভায় ২০১৭ সালের বোরো সংগ্রহ মৌসুমে (০২/০৫/২০১৭-৩১/০৮/২০১৭ খ্রিঃ) প্রতি কেজি ধানের সংগ্রহ মূল্য ২৪.০০ টাকা হিসাবে ৭ লাখ মেট্রিক টন ধান সরাসরি

কৃষকদের নিকট থেকে এবং প্রতি কেজি সিদ্ধ চালের মূল্য ৩৪.০০ টাকা হিসাবে (প্রতি কেজি আতপ চাল ৩৩.০০ টাকা) ৮.০০ লাখ মেট্রিক টন চাল (সিদ্ধ চাল ৭.০০ লাখ মেট্রিক টন এবং আতপ চাল ১.০০ লাখ মেট্রিক টন) ক্রয়ের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। ৩০ জুন, ২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত ০.৬৯ লাখ মে.টন চাল সংগ্রহ করা হয়েছে।

৪.১.২ বৈদেশিক সংগ্রহ/সরকারি আমদানি

২০১৬-১৭ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেটে নিজস্ব অর্থে ৪.০০ লাখ মেট্রিক টন গম বিদেশ থেকে আমদানির সংস্থান ছিল। সে অনুযায়ী সরকারের নিজস্ব অর্থে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে শুধু মাত্র ৩.০৮ লাখ মেট্রিক টন গম আমদানি করা হয়েছে, কোন চাল আমদানি করা হয়নি। উল্লেখ্য, ২০১৬-১৭ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে চাল আমদানির কোন সংস্থান রাখা ছিল না এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরেরও তা রাখা হয়নি।

৪.১.৩ সমঝোতা স্মারক

চাল উৎপাদনে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও গম ও অন্যান্য খাদ্যশস্য উৎপাদন এখনও চাহিদার নিচে রয়েছে। বর্তমানে দেশে যে খাদ্যশস্য আমদানি করতে হয় তার মধ্যে অধিকাংশই গম। সরকারি পর্যায়ে আমদানি করতে যে সব প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয় তাতে আমদানি কার্যক্রম বেশ বিলম্বিত হয়। সরকারি পর্যায়ে দরপত্রের মাধ্যমে খাদ্যশস্য আমদানির জন্য যে সব সরবরাহকারী সরকারের সাথে চুক্তিবদ্ধ হন, তাদের অনেকেই দাম বেড়ে গেলে চুক্তি অনুযায়ী মালামাল সরবরাহ করতে অপারগতা প্রকাশ করেন। অপরদিকে অনেক রপ্তানিকারক দেশ অস্থিতিশীল মূল্য পরিস্থিতিতে রপ্তানি কার্যক্রম সীমিত করে ফেলে বা বন্ধ করে দেয়। এধরণের পরিস্থিতিতে দেশে খাদ্য নিরাপত্তা বিঘিRত হবার আশংকা তৈরি হয়। এরুপ সংকটাপন্ন পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে নির্বিঘ্নে ও দ্রুততম সময়ে গম ও চাল আমদানি করার জন্য বিভিন্ন দেশের সরকারের সাথে বাংলাদেশ সরকার সমঝোতা স্মারক (MOU) স্বাক্ষর করেছে। গম আমদানির জন্য ইউক্রেন ও রাশিয়া এবং চাল আমদানির জন্য ভিয়েতনাম ও থাইল্যান্ডের সাথে বাংলাদেশ সরকারের MOU রয়েছে।

৪.১.৪ বেসরকারি আমদানি

২০১৬-১৭ অর্থবছরে বেসরকারি পর্যায়ে মোট ৫৪.৩১ লাখ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য আমদানি করা হয়, যার মধ্যে ১.৩৩ লাখ মেট্রিক টন চাল এবং ৫২.৯৮ লাখ মেট্রিক টন গম।

সারনী-৪.১ সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছর ও পূর্ববর্তী অর্থবছরের (২০১৫-১৬) চাল ও গম আমদানির তুলনামূলক চিত্র

আমদানির পর্যায়		২০১৬-১৭ (লাখ মেট্রিক টন)		২০১৫-১৬ (লাখ মেট্রিক টন)	
		চাল	গম	চাল	গম
সরকারি আমদানি	নিজস্ব অর্থে	--	৩.০৮	--	৩.৩০
	বৈদেশিক সাহায্য	--	০.৮৫	০.০১	০.৮৬
বেসরকারি আমদানি		১.৩৩	৫২.৯৮	২.৫৬	৩৯.৫০
সর্বমোট আমদানি		১.৩৩	৫৬.৯১	২.৫৭	৪৩.৬৬

উৎস: খাদ্য অধিদপ্তর।

৪.২ খাদ্যশস্য সরবরাহ ও বিতরণ

৪.২.৩ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি

দেশের মানুষের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে খাদ্যশস্য বিতরণ সরকারের গণমুখী বলিষ্ঠ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত। সরকারি বিতরণ পদ্ধতির (PFDS) আওতায় বিগত ২০১৬-১৭ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট অনুসারে সরকারি খাদ্যশস্য বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২৩.৬৪ লাখ মেট্রিক টন, যার মধ্যে আর্থিক খাতে ১৪.৪৮ লাখ মেট্রিক টন এবং অনার্থিক খাতে ৯.১৬ লাখ মেট্রিক টন। উক্ত বাজেটের বিপরীতে প্রকৃত মোট বিতরণের পরিমাণ ২২.৪১ লাখ মেট্রিক টন; যার মধ্যে আর্থিক খাতে বিতরণের পরিমাণ ছিল ১৪.০৪ লাখ মে. টন ও অনার্থিক খাতে বিতরণের পরিমাণ ছিল ৮.৩৭ লাখ মে. টন। নিম্নে সরকারি বিতরণ পদ্ধতির (PFDS) আওতায় বিগত ২০১৬-১৭ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট ও বিতরণ সারণী ও লেখচিত্রে উপস্থাপন করা হ'ল।

৪.১.৪ বেসরকারি আমদানি

২০১৬-১৭ অর্থবছরে বেসরকারি পর্যায়ে মোট ৫৪.৩১ লাখ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য আমদানি করা হয়, যার মধ্যে ১.৩৩ লাখ মেট্রিক টন চাল এবং ৫২.৯৮ লাখ মেট্রিক টন গম।

সারনী-৪.১ সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছর ও পূর্ববর্তী অর্থবছরের (২০১৫-১৬) চাল ও গম আমদানির তুলনামূলক চিত্র

আমদানির পর্যায়		২০১৬-১৭ (লাখ মেট্রিক টন)		২০১৫-১৬ (লাখ মেট্রিক টন)	
		চাল	গম	চাল	গম
সরকারি আমদানি	নিজস্ব অর্থে	--	৩.০৮	--	৩.৩০
	বৈদেশিক সাহায্য	--	০.৮৫	০.০১	০.৮৬
বেসরকারি আমদানি		১.৩৩	৫২.৯৮	২.৫৬	৩৯.৫০
সর্বমোট আমদানি		১.৩৩	৫৬.৯১	২.৫৭	৪৩.৬৬

উৎস: খাদ্য অধিদপ্তর।

৪.২ খাদ্যশস্য সরবরাহ ও বিতরণ

৪.২.৩ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি

দেশের মানুষের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে খাদ্যশস্য বিতরণ সরকারের গণমুখী বলিষ্ঠ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত। সরকারি বিতরণ পদ্ধতির (PFDS) আওতায় বিগত ২০১৬-১৭ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট অনুসারে সরকারি খাদ্যশস্য বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২৩.৬৪ লাখ মেট্রিক টন, যার মধ্যে আর্থিক খাতে ১৪.৪৮ লাখ মেট্রিক টন এবং অনার্থিক খাতে ৯.১৬ লাখ মেট্রিক টন। উক্ত বাজেটের বিপরীতে প্রকৃত মোট বিতরণের পরিমাণ ২২.৪১ লাখ মেট্রিক টন; যার মধ্যে আর্থিক খাতে বিতরণের পরিমাণ ছিল ১৪.০৪ লাখ মে. টন ও অনার্থিক খাতে বিতরণের পরিমাণ ছিল ৮.৩৭ লাখ মে. টন। নিম্নে সরকারি বিতরণ পদ্ধতির (PFDS) আওতায় বিগত ২০১৬-১৭ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট ও বিতরণ সারণী ও লেখচিত্রে উপস্থাপন করা হ'ল।

৪.১.৪ বেসরকারি আমদানি

২০১৬-১৭ অর্থবছরে বেসরকারি পর্যায়ে মোট ৫৪.৩১ লাখ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য আমদানি করা হয়, যার মধ্যে ১.৩৩ লাখ মেট্রিক টন চাল এবং ৫২.৯৮ লাখ মেট্রিক টন গম।

সারনী-৪.১ সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছর ও পূর্ববর্তী অর্থবছরের (২০১৫-১৬) চাল ও গম আমদানির তুলনামূলক চিত্র

আমদানির পর্যায়		২০১৬-১৭ (লাখ মেট্রিক টন)		২০১৫-১৬ (লাখ মেট্রিক টন)	
		চাল	গম	চাল	গম
সরকারি আমদানি	নিজস্ব অর্থে	--	৩.০৮	--	৩.৩০
	বৈদেশিক সাহায্য	--	০.৮৫	০.০১	০.৮৬
বেসরকারি আমদানি		১.৩৩	৫২.৯৮	২.৫৬	৩৯.৫০
সর্বমোট আমদানি		১.৩৩	৫৬.৯১	২.৫৭	৪৩.৬৬

উৎস: খাদ্য অধিদপ্তর।

৪.২ খাদ্যশস্য সরবরাহ ও বিতরণ

৪.২.৩ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি

দেশের মানুষের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে খাদ্যশস্য বিতরণ সরকারের গণমুখী বলিষ্ঠ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত। সরকারি বিতরণ পদ্ধতির (PFDS) আওতায় বিগত ২০১৬-১৭ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট অনুসারে সরকারি খাদ্যশস্য বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২৩.৬৪ লাখ মেট্রিক টন, যার মধ্যে আর্থিক খাতে ১৪.৪৮ লাখ মেট্রিক টন এবং অনার্থিক খাতে ৯.১৬ লাখ মেট্রিক টন। উক্ত বাজেটের বিপরীতে প্রকৃত মোট বিতরণের পরিমাণ ২২.৪১ লাখ মেট্রিক টন; যার মধ্যে আর্থিক খাতে বিতরণের পরিমাণ ছিল ১৪.০৪ লাখ মে. টন ও অনার্থিক খাতে বিতরণের পরিমাণ ছিল ৮.৩৭ লাখ মে. টন। নিম্নে সরকারি বিতরণ পদ্ধতির (PFDS) আওতায় বিগত ২০১৬-১৭ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট ও বিতরণ সারণী ও লেখচিত্রে উপস্থাপন করা হ'ল। সারনী-৪.২ ২০১৬-১৭ অর্থবছরে খাদ্য বাজেট ও প্রকৃত বিতরণ

পিএপডিএস খাতসমূহ		২০১৬-১৭					
		বাজেট (মেট্রিক টন)			বিতরণ (মেট্রিক টন)		
		চাল	গম	মোট	চাল	গম	মোট
আর্থিক খাত	ইপি	১৯৪০০০	১২৯০০০	৩২৩০০০	১৮৭৭৬৬	১২৪৭৩৬	৩১২৫০২
	ওপি	২০০০০	৮০০০	২৮০০০	১৫৭১৩	৩৮৭৬	১৯৫৮৯
	এল ই	১১০০০	১১০০০	২২০০০	৮৫৫৯	৯২৮১	১৭৮৪০
	ওমমএস/চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী	৭৫০০০	৩০০০০০	৩৭৫০০০	৬৭৮৫৮	৩০২১৭৫	৩৭০০৩৩
	সুলভমূল্য কার্ড	৬৮৯০০০	০	৬৮৯০০০	৬৮৪১৯৯	০	৬৮৪১৯৯
	উপ-মোট ঃ	৯৮৯০০০	৪৪৮০০০	১৪৩৭০০০	৯৬৪০৯৫	৪৪০০৬৮	১৪০৪১৬৩
অনার্থিক	কাবিখা	২৫০০০	১২৫০০	৩৭৫০০	২৩৮১৪	৭১৬৩	৩০৯৭৭
	টিআর	০	০	০	০	০	০
	ভিজিএফ	৩৫০০০০	০	৩৫০০০০	২০৯০০৯	১০৭৯৫০	৩১৬৯৫৯
	ভিজিডি	৩১৫০০০	০	৩১৫০০০	৩১৪৪৫১	১৫৮	৩১৪৬০৯
	**স্কুল ফিডিং	০	১১০০০	১১০০০	০	১৭২৭১	১৭২৭১
	জিআর	১৩৮০০০	০	১৩৮০০০	৫০৮৭০	২৩৬৩৫	৭৪৫০৫
	পার্বত্য চট্রগ্রাম বিষয়ক	৪৫০০০	৩০০০০	৭৫০০০	৪৭৩৯৯	৩৫৪২৫	৮২৮২৪
	উপ-মোট ঃ	৮৭৩০০০	১৬৬০০০	১০৩৯০০০	৬৪৫৫৪৩	১৯১৬০২	৮৩৭১৪৫
সর্বমোটঃ		১৮৬২০০০	৫০১৫০০	২৩৬৩৫০০	১৬০৯৬৩৮	৬৩১৬৬৮	২২৪১৩০৭

**স্কুল ফিডিং খাতে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের অবিতরণকৃত ৮,২৭৮ মে.টন গম ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বিতরণের অন্তর্ভূক্ত।

লেখচিত্র-৪.১: ২০১৬-১৭ অর্থবছরের খাদ্য বাজেট ও বিতরণ

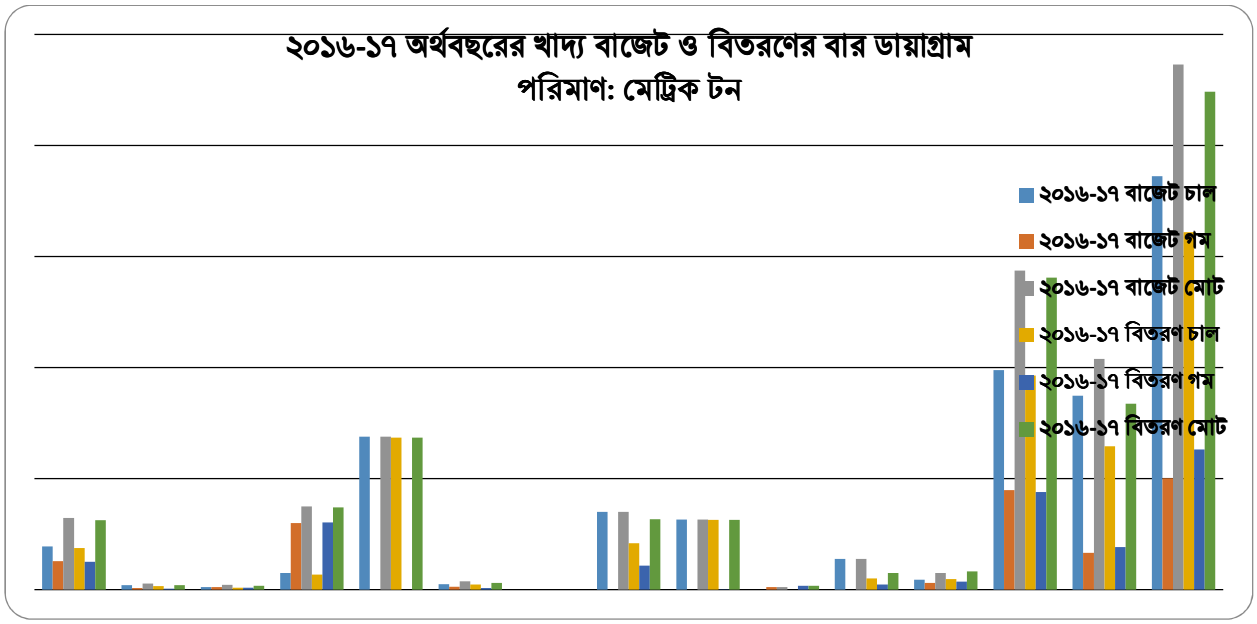
২০১৬-১৭ অর্থবছরের খাদ্য বাজেট ও বিতরণের বার ডায়াগ্রাম
পরিমাণ: মেট্রিক টন
২০১৬-১৭ বাজেট চাল
২০১৬-১৭ বাজেট গম
২০১৬-১৭ বাজেট মোট
২০১৬-১৭ বিতরণ চাল
২০১৬-১৭ বিতরণ গম
২০১৬-১৭ বিতরণ মোট

৪.৩ খাদ্য চলাচল, সংরক্ষণ ও মজুদ ব্যবস্থাপনা

সরকারি খাদ্য ব্যবস্থাপনায় খাদ্যশস্যের চলাচল ও সংরক্ষণ এর গুরত্বপূর্ণ অপরিসীম। বিদেশ থেকে আমদানিকৃত ও অভ্যমত্মরীণভাবে সংগৃহীত খাদ্যশস্য মজুদ ও চাহিদা অনুযায়ী সুপরিকল্পিতভাবে অতিরিক্ত খাদ্যশস্য প্রেরণের পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাসত্মবায়ন একটি বিশাল কার্যক্রম এবং দেশের পরিবহণ অর্থনীতির একটি উলেস্নখযোগ্য অংশ এ কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত। সরকারি খাদ্যশস্য মজুদের জন্য দেশে ৬৩৪ টি এলএসডি, ১৩টি সিএসডি ও ৭টি সাইলো রয়েছে। এ সব সংরক্ষণাগারের কার্যকরী ধারণ ক্ষমতা বর্তমানে প্রায় ২১.০০ লক্ষ মেঃ টন।

আলোকচিত্র-৪.২: চট্টগ্রাম সাইলোতে Lighter Vessel হতে গম খালাসের দৃশ্য

৪.৩.১ খাদ্যশস্য পরিবহণঃ

খাদ্যশস্য আত্মবিভাগীয় পরিবহণের জন্য সড়কপথে CRTC, নৌপথে PMC/ DBCC এবং রেল পথে রেলওয়ে পরিবহণ ঠিকাদার; বিভাগের মধ্যে পরিবহণের জন্য সড়কপথে DRTC, নৌপথে PMC/DBCC এবং রেলপথে রেলওয়ে পরিবহণ ঠিকাদার এবং জেলার অভ্যমত্মরে পরিবহণের জন্য সড়কপথে IRTC ও নৌপথে IBCC ঠিকাদার নিযুক্ত আছে। নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এসব ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়। সড়কপথ, রেলপথ ও নৌপথে সরকারি খাদ্যশস্য পরিবহণের নিমিত্ত বর্তমানে নিম্নোক্ত সংখ্যক ঠিকাদার নিয়োগ প্রদান এবং কেন্দ্রীয়ভাবে খাদ্যশস্য পরিবহণের পরিমাণ ও হার সারণী-১ ও ২ এ প্রদর্শন করা হলোঃ

সারণী-৪.৩: পরিবহণ ঠিকাদারের বিবরণ

পর্যায়	মাধ্যম	সংখ্যা
কেন্দ্রীয়	সিআরটিসি	৬৩০
	প্রাইভেট মেজর ক্যারিয়ার	১৭২
	রেল	৪
বিভাগীয়	ডিআরটিসি	৯৬৫
	ডিবিসিসি	১৭২
জেলা	আই আর টি সি	জেলার প্রয়োজনমত
	আই বি সি সি	জেলার প্রয়োজনমত

সূত্রঃ চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর

সারণী-৪.৪: খাদ্যশস্য পরিবহণের পরিমাণ (মে.টন)

পন্য	রেল	সড়ক	নৌ	মোট
চাল	৪২৮১৩	১৯৩৫২৮	১২১১৮৬	৩৫৭৫২৭
গম	২৯০৫৩	২৪০৩২৯	২০৬৫৪১	৪৭৫৯২৩
মোট	**৭১৮৬৬**	**৪৩৩৮৫৭**	**৩২৭৭২৭**	**৮৩৩৪৫০**
পরিবহনের শতকরা হার	**৯**	**৫২**	**৩৯**	**১০০**

সূত্রঃ চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর

২০১৬-২০১৭ সনে খাদ্যশস্য হ্যান্ডলিং ও পরিবহণে দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে এবং পরিবহণ বাণিজ্য সম্প্রসারণে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

৪.৩.২ খাদ্যশস্য মজুদ

০১ জুলাই ২০১৬ তারিখে দেশের খাদ্য গুদামসমূহে মোট মজুদ ছিল ৮.৫৬ লাখ মেট্রিক টন। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ৩১ জুলাই ২০১৬ থেকে ৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত খাদ্য গুদামসমূহে খাদ্যশস্য (চাল ও গম) মজুদের পরিমাণ (মাসের সমাপ্তি মজুদ) নিচের সারণীতে দেখানো হ'ল।

মাস	চাল (মেঃ টন)	গম (মেঃটন)	মোট (মেঃটন)
১	২	৩	৪
জুলাই/১৬	**৬২০৯৯৩**	**৩৮২৭৮৩**	**১০০৩৭৭৬**
আগস্ট/১৬	**৮২৫৮৭৩**	**৩৫৭২৬২**	**১১৮৩১৩৫**
সেপ্টেম্বর/১৬	**৭৪৬৬৯১**	**৩৭৭৭৭৭**	**১১২৪৪৬৮**
অক্টোবর/১৬	**৬৫২৮৭৭**	**৩৬৫৪১২**	**১০১৮২৮৯**
নভেম্বর/১৬	**৪৪৩৬৪৭**	**৩০৪০৬১**	**৭৪৭৭০৮**
ডিসেম্বর/১৬	**৪৭৯৫৬৪**	**২৮৭০৪৯**	**৭৬৬৬১৩**
জানুয়ারি/১৭	**৬৩৪৭২৯**	**৩০৭৮৫৩**	**৯৪২৫৮২**
ফেব্রুয়ারি/১৭	**৬৪৪৩২১**	**২৬৫৭০৮**	**৯১০০২৯**
মার্চ/১৭	**৪৮৯৯৬৮**	**২৭৭৪৬৫**	**৭৬৭৪৩৩**
এপ্রিল/১৭	**২৬৪৮৬৫**	**২৯৫৯১২**	**৫৬০৭৭৭**
মে/১৭	**১৮৬৯৯৮**	**৩৬৬২০৮**	**৫৫৩২০৬**
জুন/১৭	**১২২৯১৫**	**২৫৬০৪২**	**৩৭৮৯৫৭**

৪.৩.৩ গুদাম ভাড়া প্রদান

বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার চাহিদার প্রেক্ষিতে গুদাম ভাড়া নীতিমালা অনুসরন পূর্বক ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে WFP; CARE; TCB; Action Contre La Faim; Muslim AID ও প্রত্যাশা বাংলাদেশসহ মোট ৬(ছয়) টি সংস্থাকে সর্বমোট ১০,৫০০ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতার ১৫(পনের)টি খাদ্য গুদাম মাসিক মোট ৬,৯৫,১০২/- (ছয় লক্ষ পঁচানববই হাজার একশত দুই) টাকায় ভাড়া দেওয়া হয়। এতে করে বিগত ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে খাদ্য অধিদপ্তরাধীন অব্যবহৃত গুদাম ভাড়া বাবদ ৮০,১৪,০২৪/- (আশি লক্ষ চৌদ্দ হাজার চবিবশ) টাকা রাজস্ব আয় হয়েছে।

৪.৩.৪ যন্ত্রাংশ ক্রয়

চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, সান্তাহার সাইলোতে খালাস কাজে সহায়ক যন্ত্রাঙশ হিসাবে ১,০৩,০৫,৮০০/- (এক কোটি তিন লক্ষ পাচচ হাজার আটশত) টাকা ব্যয়ে ৬ প্রকার রাবার কনভয়র বেল্ট ও বাকেট এলিভেটর বেল্ট (মোট ২২৭৭.৮০ মিটার) ক্রয় করা হয়েছে।

৪.৪ পরিদর্শন ও কারিগরি সহায়তা কার্যক্রম

৪.৪.১ পরিদর্শন, পরীক্ষণ ও মান নিয়ন্ত্রণ

খাদ্য অধিদপ্তরের পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরি সেবা বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে গুদামে সংরক্ষিত খাদ্য শস্য পরিদর্শন ও কীট নিয়ন্ত্রন, আমদানীকৃত খাদ্য শস্যের গুনগত মান পরীক্ষাকরণ ও কারিগরী সহায়তা অন্যতম। এসব কার্যক্রমের ফলে খাদ্য শস্যের গুনগত মান নিয়ন্ত্রনসহ সংরক্ষণের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়। সরকার কর্তৃক অভ্যমত্মরীণ সংগ্রহের আওতায় সংগৃহীত খাদ্য শস্যের মান নিয়ন্ত্রনের জন্য সঠিকভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়েছে। ফলে, মান সম্মত খাদ্য শস্য সংগ্রহ ও বিলি বিতরণ সম্ভব হয়েছে। দেশের খাদ্য গুদামে মজুদ বিপুল খাদ্য শস্যের মান নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে পরিদর্শন কার্যক্রম এবং গুনগত মান পরীক্ষা করা হয়েছে। খাদ্য অধিদপ্তরের পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরি সেবা বিভাগে কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগারে খাদ্য বিভাগের খাদ্য সামগ্রী পরীক্ষার পাশাপাশি নির্ধারিত ফি এর বিনিময়ে সরকারী অন্যান্য সংস্থা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও আগ্রহী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের খাদ্য দ্রব্যের মান যাচাই/পরীক্ষার কাজ করা হয়। বর্তমানে খাদ্য অধিদপ্তরের পরীক্ষাগারে ধান, চাল, গম , ডাল, তৈল প্রভৃতি খাদ্য সামগ্রীর ভৌত ও রাসায়নিক বিশেষণের কাজ করা হয়েছে। জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৭ তারিখ পর্যন্ত খাদ্য অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় খাদ্য পরীক্ষাগারে ২০৭টি এবং আঞ্চলিক খাদ্য পরীক্ষাগার সমূহে ৬৫২টি সহ সর্বমোট ৮৫৯টি খাদ্য শস্যের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। ফলে মানসম্মত চাল ও গম আমদানী এবং মজুদ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।

৪.৪.৩ নতুন নির্মাণ ও মেরামত কাজ

খাদ্য অধিদপ্তরের পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরী সেবা বিভাগ বিভিন্ন স্থাপনা নির্মান ও মেরামতের কাজ সম্পাদন করে থাকে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ২৭.৩৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ৭৫,৫০০ মে.টন ধারণক্ষমতার জরাজীর্ণ ও অব্যবহৃত খাদ্য গুদাম মেরামত করা হয়েছে। নতুন নির্মাণের আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ১২.৫৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ০৫টি জেলায় ০৫টি ০২ তলা বিশিষ্ট জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের অফিস ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

৫.০ উন্নয়ন

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রম ও অর্জনসমূহ

বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে দায়িত্ব গ্রহণকালে সরকারি পর্যায়ে খাদ্যশস্যের মোট ধারণ ক্ষমতা ছিল ১৪.০০ লক্ষ মে.টন। সরকার দেশের ১৬ কোটি মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারি পর্যায়ে খাদ্যশস্য ধারণক্ষমতা ২০২১ সালের মধ্যে ৩০ লক্ষ মে. টনে উন্নীত করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ প্রেক্ষিতে সরকারি পর্যায়ে আধুনিক মানের খাদ্য গুদাম/সাইলো নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এর ফলে ২০১৭ সালে দেশে সরকারি পর্যায়ে খাদ্যশস্য সংরক্ষণের বিদ্যমান ধারণ ক্ষমতা প্রায় ২১.০০ লক্ষ মে. টনে উন্নীত হয়েছে। বর্তমানে আরও ৭.১৫ লক্ষ মে. টন ধারণক্ষতার আধুনিক খাদ্য গুদাম/সাইলো নির্মাণের লক্ষ্যে কয়েকটি প্রকল্প বাসত্মবায়নাধীন রয়েছে। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে অর্জিত গুরম্নত্বপূর্ণ উন্নয়ন কার্যক্রমের অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

৫.১ সান্তাহার সাইলো ক্যাম্পাসে ২৫,০০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন Multistoried Warehouse নির্মাণ

বগুড়া জেলাধীন সান্তাহার সাইলো ক্যাম্পাসে ২৪২.৫৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৫,০০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন Multistoried Warehouse নির্মাণ করা হয়। জাপানি অনুদানের সহায়তায় এটি নির্মিত হয়। এতে ৩৬০ কিলোওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন সোলার প্যান্ট নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। জুন ২০১৭ প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে।

আলোকচিত্র-৫.২ঃ সামত্মাহার সাইলো ক্যাম্পাসে নবনির্মিত ২৫ হাজার মেঃ টন ধারনAমতাসম্পন্ন বহুতল খাদ্য গুদাম
সাইলোর ছাদে সোলার পম্যান্ট এর প্যানেল দেখা যাচ্ছে

৫.২ সারাদেশে ১.০৫ লক্ষ মে. টন ধারণক্ষমতা সম্পনণ নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ

বর্তমান সরকারের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ‘সারাদেশে ১.০৫ লক্ষ মে. টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ’ শীর্ষক প্রকল্প চলমান রয়েছে। ৪০০.৯১ কোটি টাকা ব্যয়ে এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় সারা দেশে ০৮টি বিভাগে ৫৪টি জেলার ১৩১টি উপজেলায় ১৬২টি খাদ্য

গুদাম (১০০০ মে.টনের ৪৮টি ও ৫০০ মে.টনের ১১৪টি) গুদাম নির্মাণ চলমান রয়েছে। জুন ২০১৭ পর্যন্ত প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়নের অগ্রগতি ৩৫%

৫.৩ Modern Food Storage Facilities Project

দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে দেশে খাদ্য সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে খাদ্য মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য দেশের ৮টি কৌশলগত স্থানে (চট্টগাম, আশুগঞ্জ, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মধুপুর, ময়মনসিংহ, বরিশাল এবং মহেশ্বরপাশা) মোট ৫ লক্ষ ৩৫ হাজার ৫ শত মেট্রিক টন ধারণক্ষমতার ৮টি আধুনিক স্টীল সাইলো নির্মাণের লক্ষ্যে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ দেয়া হয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ড্রইং ও ডিজাইনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং নির্মাণ কাজ শরুর লক্ষ্যে দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ কার্যক্রম চলমান আছে। প্রকল্পের আওতায় দেশের দুর্যোগপ্রবণ ১৯ টি জেলার ৬৩ টি উপজেলায় ৫ লক্ষ Household Silo বিতরণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এই কার্যক্রম অংশ হিসেবে প্রাধমিকভাবে ঝালকাঠি জেলার তিনটি উপজেলায় পারিবারিক সাইলো বিতরণে প্রাথমিক প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পটির মোট ব্যয় ১৯১৯.৯৬ কোটি টাকা এবং বাস্তবায়ন মেয়াদ জানুয়ারি ২০১৪ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত। জুন ২০১৭ পর্যন্ত প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি ২২%।

৫.৫ Institutionalization of Food Safety in Bangladesh for Safer Food

প্রকল্পটি USAID এর অর্থায়নে খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) কর্তৃক ৩৪.৯৭ কোটি টাকা ব্যয়ে মার্চ ২০১৪ হতে আগস্ট ২০১৭ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ও কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। প্রকল্পের আওতায় প্রণীত নিম্নে বর্ণিত প্রবিধানমালা সমূহ গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়েছে:

- নিরাপদ খাদ্য (নমুনা সংগ্রহ, পরীক্ষা এবং বিশ্লেষণ) প্রবিধানমালা ২০১৭;
- নিরাপদ খাদ্য (রাসায়নিক দূষক, টক্সিন ও অবশিষ্টাংশ) প্রবিধানমালা ২০১৭; এবং
- নিরাপদ খাদ্য (খাদ্যে সংযোজন দ্রব্য ব্যবহার) প্রবিধানমালা ২০১৭।
- নিরাপদ খাদ্য (মোড়কাবদ্ধ খাদ্য লেবেলিং) প্রবিধানমালা ২০১৭।

নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ৫ বছরের কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া, নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ বাস্তবায়নের জন্য জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম (Awareness Program) চলমান রয়েছে। জুন ২০১৭ পর্যন্ত প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৮২%।

৬.০ মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন

৬.১ খাদ্য মন্ত্রণালয়

৬.১.১ নিয়োগ ও পদোন্নতি

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনকে গতিশীল রাখার জন্য অভ্যন্তরীণ প্রশাসন শাখা সর্বদা কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের চলতি বছরে ০৯ গ্রেডে ০২ জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে এবং বিভিন্ন গ্রেডে ২৬ জন কর্মচারি নিয়োগের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৬.১.২ প্রশিক্ষণ

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের অংশ হিসাবে বিভিন্ন কোর্স যথা- কম্পিউটার লিটারেসি, ই-ফাইলিং, এমডিজি, তথ্য অধিকার আইন, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, নাগরিক সেবার মান উন্নয়ন, নিরাপদ খাদ্য সংস্থান, নথি ব্যবস্থাপনা, সুশাসন প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি কোর্সে মন্ত্রণালয়ের ৯১ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারিকে ৩৮৮৯ জনঘন্টা প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ

প্রতিবেদনাধীন সময়ে মন্ত্রণালয় ও এর অধিনস্থ দপ্তর ও সংস্থার সর্বমোট ৮৭ জন কর্মকর্তা মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, চীন, ইটালি, ভারত, শ্রীলঙ্কা, ভিয়েতনাম, জার্মান, বেলজিয়াম, যুক্তরাষ্ট্র, ইউএই, স্পেন, পর্তুগাল ও ইন্দোনেশিয়ায় বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সেমিনার/সভা, ওয়ার্কসপ, ভিজিট প্রোগ্রাম এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছেন।

৬.২ খাদ্য অধিদপ্তর

৬.২.১ নিয়োগ

খাদ্য অধিদপ্তর হতে মাঠ পর্যায়ে বিস্তৃত খাদ্য ব্যবস্থাপনার বিশাল কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য ১৩,৬৭৬টি পদের মঞ্জুরী রয়েছে। ১ম শ্রেণীর ক্যাডার পদসমূহ খাদ্য মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবক্রমে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের সুপারিশ এর প্রেক্ষিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে নিয়োগ হয়ে থাকে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ১ম শ্রেণীর ক্যাডার পদে ৩৫তম বিসিএস এর মাধ্যমে ২ জন কর্মকর্তাকে সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সমমানের পদে নিয়োগ করা হয়েছে। এছাড়া, ক্যাডার পদে ২৯ জন এবং নন-ক্যাডার পদে ১৬৫ জনকে (চলতি দায়িত্ব) পদোন্নতি দেয়া হয়েছে। নিয়োগবিধিমালা সংশোধন প্রক্রিয়াধীন বিধায় খাদ্য অধিদপ্তরে উক্ত সময়ে আর কোন নিয়োগ হয়নি।

৬.২.২ প্রশিক্ষণ

খাদ্য অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ বিভাগ প্রতিষ্ঠাকাল হতে ১ম শ্রেণীর বিসিএস (খাদ্য) কর্মকর্তাগণের বিভাগীয় প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত আছে। এছাড়া খাদ্য বিভাগের ১ম শ্রেণীসহ ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর বিভিন্ন ক্যাটাগরির নব-নিযুক্ত, পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের জন্য বিভিন্ন কোর্সে বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ প্রদান করে যাচ্ছে। অভিজ্ঞ কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের পাশাপাশি নিয়মিত কর্মচারীগণের বিভিন্ন প্রকার জব-freshment কোর্সেও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। অর্থবছরের শুরম্নতে বছরব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদানের একটি সুনির্দ্দিষ্ট কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে কর্মসূচি বাসস্তবায়ন একটি রুটিন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হচ্ছে।

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে খাদ্য অধিদপ্তর এবং নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের মোটি ০৭টি অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মধ্যে ১৮৩জন কর্মকর্তা/কর্মচারি অংশগ্রহণ করেছে। প্রশিক্ষণসমূহে খাদ্য মন্ত্রণালয় ও খাদ্য অধিদপ্তরের

অভিজ্ঞতাপ্রাপ্ত ও দক্ষ কর্মকর্তাগণকে প্রশিক্ষক হিসেবে নিয়োগের পাশাপাশি কিছু কিছু অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগ/সেক্টর হতে সংশিস্নষ্ট বিশেষ অভিজ্ঞ কর্মকর্তা/ব্যক্তিবর্গকেও আমন্ত্রণ করে প্রশিক্ষণের মানকে উন্নত করার উদ্যোগও অব্যাহত রাখা হয়েছে। এ সকল প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের ফলপ্রসু প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগের ফলে খাদ্য বিভাগের কার্যক্রমে গতিশীলতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

৭.০ বাজেট ব্যবস্থাপনা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম

৭.১ বাজেট ব্যবস্থাপনা

সরকারি ব্যয়ের দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন সকল প্রতিষ্ঠানে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (Mid-Term Budgetary Framework, MTBF) পদ্ধতির আওতায় আনা হয়েছে। এমটিবিএফ পদ্ধতি প্রবর্তনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো বাজেট ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের সক্ষমতা (Capacity) বৃদ্ধি করা এবং অধিকতর কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব নিয়ে সরকারের নীতি ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী বাজেট প্রণয়ন। দক্ষতার সাথে বাজেট বাসত্মবায়ন এবং পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্য মাত্রার বিপরীত প্রকৃত অর্জন, মনিটরিংসহ সামগ্রিক বাজেট বাসত্মবায়ন পরিস্থিতি নিয়মিত মনিটরিং, উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলা ও সময়মত বাজেট বাসত্মবায়ন নিশ্চিত করা।

সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন ২০০৯ এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার আলোকে ইতোমধ্যে একজন যুগ্ম-সচিবের নেতৃত্বে বাজেট ও নিরীক্ষা নামে একটি স্বতন্ত্র অনুবিভাগ সৃষ্টি করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের সচিবের নেতৃত্বে বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং বাজেট ও নিরীক্ষা অনুবিভাগের যুগ্ম-সচিবের নেতৃত্বে বাজেট ওয়ার্কিং গ্রম্নপ গঠন করা হয়েছে। যার মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের সামগ্রিক বাজেট ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সম্পন্ন হচ্ছে।

৭.১.১ খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেট সার-সংক্ষেপ

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদনাধীন ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বাজেটের ব্যয়ের সার-সংক্ষেপ সারণী-৭.১ এ ও বাজেটের ব্যয়ের সার-সংক্ষেপ সারণী-৭.২ এ দেয়া হলো।

সারণী-৭.১ ব্যয় বাজেট (২০১৬-১৭)

(হাজার টাকায়)

প্রতিষ্ঠানের নাম	মূল বাজেট	সংশোধিত বাজেট	প্রকৃত ব্যয়
ক) সচিবালয়	১৯৯২৮৮৯০	২৬৯২৮৭৬৮	২৬৫৩৮৮৫৯
খ) বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	১০৫০০০	১০৫০০০	৫৫২৬৩
মোট অনুন্নয়ন	২০০৩৩৮৯০	২৭০৩৩৭৬৮	২৬৫৯৪১২২
উন্নয়ন	১৬৫০০০	১০৪৫০০	৮১২৫১
মোট (অনুন্নয়ন + উন্নয়ন)	২০১৯৮৮৯০	২৭১৩৮২৬৮	২৬৬৭৫৩৭৩
গ) আন্তর্তাজিক সংস্থার চাঁদা (এএফএমএ)	৩০০	৩০০	২৫৯
মোট সচিবালয়	২০১৯৯১৯০	২৭১৩৮৫৬৮	২৬৬৭৫৬৩২
গ) খাদ্য অধিদপ্তর			
প্রাতিষ্ঠানিক খাতের জন্য বরাদ্দ	৪৪৮৯৭৯৭	৪২৩১২৮৫	৩৮৪০৫৩৩
খাদ্য সংগ্রহ ও বিতরন	৯২০৫১৭০৫	৮৬১৩৯২৩৪	৬৩৩৬৭৩৭৭
মোট অনুন্নয়ন	৯৬৫৪১৫০২	৯০৩৭০৫১৯	৬৭২০৭৯১০
উন্নয়ন	৪২৩৪২০০	২২৮২৫০০	১৭৮৯৪৫১
মোট (অনুন্নয়ন + উন্নয়ন)	১০০৭৭৫৭০২	৯২৬৫৩০১৯	৬৮৯৯৭৩৬১
মোট খাদ্য মন্ত্রণালয়	১২০৯৭৪৮৯২	১১৯৭৯১৫৮৭	৯৫৬৭২৯৯৩

সারণী-৭.২ (২০১৬-১৭)

প্রতিষ্ঠানের নাম	মূল বাজেট	সংশোধিত বাজেট	প্রকৃত আয়
ক) সচিবালয়	৪২৪৩৫	৩০৪৪৮	২৪২৫৭
গ) খাদ্য অধিদপ্তর	১৪৭৮৭০	৩৩২২৯৫	৩৬২৮০৯
সর্বমোট খাদ্য মন্ত্রণালয়	১৯০৩০৫	৩৬২৭৪৩	৩৮৭০৬৬

৭.১.২ খাদ্য বাজেটের আওতায় খাদ্য সংগ্রহ ও বিতরণ/বিপণন, লক্ষ মাত্রা ও অর্জন

প্রতি অর্থ বছরের ন্যায় প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে (২০১৬-১৭) খাদ্য বাজেটের আওতায় সরকার অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সূত্র হতে খাদ্যশষ্য (চাল ও গম) সংগ্রহ করেছে এবং পিএফডিএস এর আওতায় উক্ত খাদ্যশস্য বিতরণ করেছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বাজেট অনুযায়ী খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও বিতরনের ধার্যকৃত লক্ষ্য মাত্রা ও প্রকৃত অর্জনের বিবরণ নিম্নরূপ:-

সারণী-৭.৩: খাদ্য বাজেটের লক্ষমাত্রা ও প্রকৃত অর্জন, ২০১৬-১৭

খাতের বিবরণ	বাজেট অনুযায়ী লক্ষমাত্রা		প্রকৃত অর্জন	
সংগ্রহ	পরিমাণ (লক্ষ মে: টনে)	মূল্য (কোটি টাকায়)	পরিমাণ (লক্ষ মে: টনে)	মূল্য (কোটি টাকায়)
বৈদেশিক অনুদান দ্বারা আমদানি	১.০১ (গম-০.৯৬, চাল-০.০৫)	৩১৫.৫৩	০.৮৮ (গম-০.৮৫, চাল-০.০৩)	২৩৬.৬০
নিজস্ব সম্পদ দ্বারা আমদানি	৫.০০ (গম-৫.০০, চাল-০.০০)	১১০৬.০০	৩.০৭ (গম-৩.০৭, চাল-০.০০)	৫৯১.২৭
অভ্যমত্মরীণ সংগ্রহ	২১.৫০ (গম-৩.০০ চাল- ১৮.৫০)	৬৮৯০.৫৩	১৩.৮৩ (গম-১.০০ চাল-১২.৮৩)	৪৮৩৭.৩৬
পরিচালন ব্যয়	০	৮৯৩.১২	০	৭৭১.৫১
প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয়	০	৪৪৮.৯৮	০	৩৮৪.০৫
মোট	২৭.৫১ (গম-৮.৯৬, চাল-১৮.৫৫)	৯৬৫৪.১৬	১৭.৭৫ (গম-৪.৯২, চাল-১২.৮৩)	৩৮২৪.৭৯

৭.১.৩ বাজেট সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যাবলি

- ✓ মন্ত্রণালয়ের বাজেট কাঠামো (MBF) হালনাগাদ করা হয়েছে ;
- ✓ জেন্ডার বাজেট রিপোর্ট ২০১৬-১৭ প্রণয়ন করে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে ;
- ✓ মন্ত্রণালয়ের বাজেট বাসত্মবায়ন পরিকল্পনা ২০১৬-১৭ প্রণয়ন করা হয়েছে ;

- ✓ বাজেট পরিপত্র-১ ও বাজেট পরিপত্র-২ অনুযায়ী প্রাক্কলিত বাজেট ও সংশোধিত বাজেট চুড়ান্ত করে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে;
- ✓ মন্ত্রণালয়ের বাজেট কাঠামো (MBF) হালনাগাদকরণ, বাজেট প্রণয়ন এবং বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য মোট ৭ টি BMC সভা হয়েছে অনুষ্ঠিত হয়েছে;
- ✓ মন্ত্রণালয়ের ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন) বরাদ্দ ও কার্যক্রম সম্পর্কিত প্রতিবেদন অর্থ বিভাগের প্রেরণ করা হয়েছে;
- ✓ মন্ত্রণালয়ের ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের কর ব্যতীত রাজস্ব প্রাপ্তির ৪ টি ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ✓ মাননীয় অর্থ মন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতার জন্য তথ্যাদি অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ✓ মাননীয় খাদ্যমন্ত্রীর বাজেটে ঘোষিত কার্যক্রমের বাসত্মবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

৭.১.৪ হিসাব সংক্রান্ত কার্যাবলি

- ✓ মন্ত্রণালয়ের কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি, আয়ন ও ব্যয়ন প্রণয়ন করা হয়েছে;
- ✓ সকল প্রকার বিল প্রণয়ন করা হয়েছে;
- ✓ মন্ত্রণালয়ের হিসাব সংরক্ষণ ও সংকলন, ক্যাশ বহিসহ অন্যান্য রেজিষ্টার লিখন প্রত্যয়ন ও সংরক্ষণ করা হয়েছে;
- ✓ মন্ত্রণালয়ের কর্মচারীদের চাকুরী বহি লিখন ও সংরক্ষণ করা হয়েছে;
- ✓ মন্ত্রণালয়ের কর্মচারীদের ছুটির হিসাব সংরক্ষণ করা হয়েছে;
- ✓ বেসামরিক অডিট/স্থানীয় ও রাজস্ব অডিটসহ অন্যান্য অডিট কাজে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে;
- ✓ গেজেটেড/নন-গেজেটেড কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন ভাতা ও চাকুরী সংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ;

৭.২ নিরীক্ষা

সফল ও সমন্বিত খাদ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের সকল নাগরিকের জন্য সকল সময়ে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে খাদ্য অধিদপ্তরের অধীন মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তর কর্তৃক কার্য সম্পাদন করা হয়ে থাকে। সরকারের বিপুল পরিমাণ আর্থিক ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত জনগুরম্নত্বপূর্ণ উক্ত দপ্তরসমূহের সার্বিক কার্যক্রমের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, মিতব্যয়িতা, যথাযোগ্যতা ও ফলপ্রসূতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অভ্যমত্মরীণ ও বহিঃ নিরীক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত আছে। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষঅ মূলতঃ খাদ্য অধিদপ্তরের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের মাধ্যমে একজন অতিরিক্ত পরিচালকের নেতৃত্বে সম্পন্ন হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে বহিঃ নিরীক্ষা বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের অধীন বিভিন্ন দপ্তর যথা বাণিজ্যিক নিরীক্ষা অধিদপ্তর, সিভিল অডিট অধিদপ্তর, স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর ইত্যাদি কর্তৃক সম্পন্ন হয়ে থাকে। এ সংক্রামত্ম অভ্যমত্মরীণ ও বহিঃ অডিট আপত্তিসমূহের নিস্পত্তির/তদারকির কাজ খাদ্য মন্ত্রণালয়ের বাজেট ও নিরীক্ষা অনুবিভাগের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব বাজেট ও অডিট এর নের্তৃত্বে (উইং প্রধান) খসড়া ও সংকলন আপত্তি সমূহ নিস্পত্তির কাজ হয়ে থাকে। এছাড়া এই অনুবিভাগে অডিট অধিশাখায় কর্মরত একজন যুগ্ম-সচিবের অধীনে অডিট ১ ও ২ শাখা এবং উপ-সচিবের অধীনে অডিট ৩ শাখার (খসড়া ও সংকলন আপত্তি) মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। যার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপঃ-

৭.২.১ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা

খাদ্য মন্ত্রণালয়

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ কোন নিরীক্ষা ব্যবস্থা নেই। এ মন্ত্রণালয়ের অধীন সচিবালয় অংশের কার্যক্রম শুধুমাত্র বহিঃ নিরীক্ষা কার্যক্রমের আওতায় সম্পন্ন হয়ে থাকে। মন্ত্রণালয়ের বহিঃ নিরীক্ষা কার্যক্রম প্রধানতঃ স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পন্ন হয়ে আসছে।

খাদ্য অধিদপ্তর

১৯৮৪ সালে খাদ্য অধিদপ্তর পুনর্গঠনের সময় সাবেক হিসাব পরিদপ্তর (যা বর্তমানে হিসাব ও অর্থ বিভাগ) থেকে আলাদা করে একজন অতিরিক্ত পরিচালককে প্রধান করে অভ্যমত্মরীণ নিরীক্ষা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়। অভ্যমত্মরীণ নিরীক্ষা বিভাগ সরাসরি খাদ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নিয়ন্ত্রণাধীন। সরকারি আইনকানুন, নীতিমালা, বিধিবিধান যথাযথভাবে বাসত্মবায়ন, সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, হিসাবরক্ষণ পদ্ধতির সঠিকতা যাচাই, পদ্ধতিগত ত্রুটি বিচ্যুতি নিয়মিতভাবে উদঘাটন ও সংশোধন, সরকারি ব্যয় মিতব্যয়িতা, যথাযোগ্যতা ও ফলপ্রসূতা সহকারে নির্বাহ করার লক্ষ্যে সরকারি অর্থ ও খাদ্যশস্য/সামগ্রী লেনদেনে উঁপর সংরক্ষিত হিসাবের খতিয়ান সমূহের যথার্থতা যাচাই এবং ক্ষয়ক্ষতি তথ্য উদঘাটন করাই অভ্যন্তরীন নিরীক্ষা বিভাগের প্রধান কাজ। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের কাজ তিন ভাগে ভাগ করে পরিচালিত হয়। যথাঃ ধারাবাহিক নিরীক্ষা; বাৎসরিক নিরীক্ষা এবং বিশেষ নিরীক্ষা । ২০১৬-১৭ অর্থ বছর মোট ৩০ টি জেলায় ১৪ টি অডিট টিম প্রেরণ করা হয় এবং ৭১৩ টি কেন্দ্রে

নিরীক্ষা সম্পাদিত হয়।

সারণী-৭.৪: ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে খাদ্য অধিদপ্তরের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের কার্যক্রম

সংস্থা/দপ্তর	নিরীক্ষা ধরন	পূর্ববর্তী বছরের জের (১/৭/১৬ এর প্রারম্ভিক স্থিতি)		২০১৬-১৭ বছরের নিরীক্ষা তথ্য				সমাপ্তি জের (৩০/০৬/১৭ এর সমাপনী স্থিতি)	
		অনিষ্পন্ন আপত্তির সংখ্যা	জড়িত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা)	উত্থাপিত আপত্তির সংখ্যা	জড়িত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা)	নিষ্পন্নকৃত আপত্তির সংখ্যা	জড়িত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা)	অনিষ্পন্ন আপত্তির সংখ্যা	জড়িত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা)
অভ্যমত্মরীণ নিরীক্ষা বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	অভ্যমত্মরীণ নিরীক্ষা	১২৯৫০	৭৬৪.০৭	১৯৫৬	১৩.৩৬	২৪০১	১৮.৭৯	১২৫০৫	৭৫৮.৬৪

খাদ্য মন্ত্রণালয়

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের বহিঃ নিরীক্ষা কার্যক্রম প্রধানতঃ স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পন্ন হয়ে থাকে। মন্ত্রণালয়ের হিসাব শাখার উপর এই নিরীক্ষা করা হয়। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের অডিট সম্প্রতি সম্পন্ন হয়েছে। এতে মোট ৬৩৬ টি আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে। এতে জড়িত অর্থের পরিমান ৪৫৬.৪২ কোটি টাকা। উত্থাপিত আপত্তিসমুহের নিস্পত্তিমূলক ব্রডশিট জবাব দেয়া হছে।

৭.২.২ বহিঃ নিরীক্ষা

খাদ্য অধিদপ্তর

খাদ্য অধিদপ্তরের বহিঃ নিরীক্ষা কার্যক্রম বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষা ও নিয়ন্ত্রকের অধীন বিভিন্ন অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরই খাদ্য অধিদপ্তরের নিরীক্ষা মূখ্য দায়িত্ব পালন করে থাকে। বাণিজ্যিক অডিট ছাড়া ও খাদ্য অধিদপ্তরের কার্যক্রমের উপর সীমিত পরিসরে সিভিল অডিট ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট অডিট হয়ে থাকে। বাণিজ্যিক অডিট কর্তৃক উত্থাপিত আপত্তি অনুযায়ী অর্থ আদায়, অবলোপন ইত্যাদিসহ সামগ্রিকভাবে আপত্তি নিস্পত্তির দায়িত্ব মন্ত্রণালয়ে বাজেট ও নিরীক্ষা অনুবিভাগ এর অধীন অডিট অধিশাখা ও অডিট-১, অডিট-২ এবং অডিট-৩ শাখার উপর ন্যস্ত। অডিট কর্তৃক আপত্তি উত্থাপনের পর মাঠ পর্যায় হতে এর ব্রডশিট জবাব খাদ্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে পৌঁছায়। আর্থিক অনিয়মের গুরম্নত্ব বিবেচনা করে বাণিজ্যিক অডিট আপত্তিসমূহ সাধারণ, অগ্রিম, খসড়া ও সংকলন হিসেবে শ্রেণীভূক্ত করা হয়। সাধারণ শ্রেণীর আপত্তিসমূহ মাঠ পর্যায়ের আঞ্চলিক দপ্তরের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে নিস্পত্তি করা হয়। গুরম্নতর আর্থিক অনিয়ম বিবেচিত অগ্রিম শ্রেণীভূক্ত অডিট আপত্তিসমূহ মূখ্য হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা তথা মন্ত্রণালয়ের সচিবের উপর জারী হয় এবং উক্ত আপত্তিসমূহের জবাব মাঠ পর্যায়ে ও খাদ্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিরীক্ষার পর সংশিস্নষ্ট অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়। অগ্রিম, খসড়া ও সংকলনভূক্ত অডিট আপত্তিসমূহ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে নিস্পত্তি করা হয়। খাদ্য বিভাগীয় বহিঃ নিরীক্ষার তথ্যাদি সারণী-৭.৫ এ বিস্তারিত দেখানো হলো।

সারণী-৭.৫: ২০১৬-২০১৭অর্থ বছরে বাণিজ্যিক নিরীক্ষা কার্যক্রম

সংস্থা/দপ্তর	নিরীক্ষার ধরন	পূর্ববর্তী বছরের জের (০১/০৭/১৬ এর প্রারম্ভিক স্থিতি)		২০১৬-১৭ বছরের নিরীক্ষার তথ্য				সমাপনী জের (৩০/০৬/১৭ এর সমাপনী স্থিতি)	
		উত্থাপিত আপত্তির সংখ্যা	জড়িত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা)	উত্থাপিত আপত্তির সংখ্যা	জড়িত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা)	আপত্তি নিস্পত্তির সংখ্যা	জড়িত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা)	উত্থাপিত আপত্তির সংখ্যা	জড়িত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা)
খাদ্য অধিদপ্তর	বাণিজ্যিক নিরীক্ষা	১৯৬৬৪	৩৬৬৩.৬৫	৮৬৯	১১০৭.৫৬	১৩৫৭	৩৮.৮	১৯১৭৬	৪৭৩২.৪০

৭.২.৩ অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি ও অডিট কার্যক্রম সুষ্ঠু ব্যবস্থাপার লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম

দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভূত ও জমে থাকা প্রায় চল্লিশ হাজার অডিট আপত্তি খাদ্য মন্ত্রণালয়ের জন্য একটা দায়বদ্ধতার পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। যা খাদ্য মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন প্রচেষ্টার ধারাকে প্রায় ব্যহত ও স্তব্ধ করেছিল। কিন্তু মন্ত্রণালয়ের অডিট অনুবিভাগের নিরলস প্রচেষ্টা ও কঠোর পরিশ্রমের ফলশ্রুতিতে প্রতিবদেনাধীন অর্থ বছরে অডিট আপত্তির সংখ্যা নেমে এসেছে প্রায় বিশ হাজার যা একটি স্বাভাবিক ও সন্তোষজনক কার্যধারার পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। বর্তমানে প্রায় বিশ হাজার আপত্তির ভেতরে সাধারণ, অগ্রিম, খসড়া ও সংকলন শ্রেণীভূক্ত আপত্তিসমূহ

দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বিভিন্ন ক্র্যাশ প্রোগ্রাম ও দ্বি-পক্ষীয়/ত্রি-পক্ষীয় ও পিএ কমিটির সভার কার্যক্রম জোরদারভাবে এগিয়ে চলেছে।

৭.২.৪ দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় কমিটির মাধ্যমে নিষ্পত্তি

দ্বি-পক্ষীয় সভা

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিভিন্ন স্থাপনার বিপরীতে বর্তমানে অনিস্পন্ন প্রায় বাইশ হাজার আপত্তির অধিকাংশই সাধারণ শ্রেণীভূক্ত। এ ধরণের আপত্তিসমূহ ব্রডশিট জবাবের মাধ্যমে স্বাভাবিক নিস্পত্তির পাশাপাশি দ্বি-পক্ষীয় সভার মাধ্যমে নিষ্পত্তির প্রক্রিয়ার উপর সর্বোচ্চ জোর দেয়া হয়েছে। বর্তমানে ৭টি বিভাগে ৭ জন আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নেতৃত্বে ৭টি কমিটি নিয়মিতভাবে সভা করে সাধারণ শ্রেণীর নিরীক্ষা আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কাজ করছে।

ত্রি-পক্ষীয় সভা

গুরম্নতর আর্থিক অনিয়ম সংশিস্নষ্ট অগ্রিম ও খসড়া শ্রেণীভূক্ত আপত্তিসমূহ স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় নিস্পত্তির পাশাপাশি ত্রি-পক্ষীয় কমিটির মাধ্যমে নিস্পত্তি ত্বরান্বিত করার জোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে অগ্রিম শ্রেণীভূক্ত আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব ও উপ-সচিব পর্যায়ের ৩ জন কর্মকর্তার নেতৃত্বে তিনটি কমিটি কাজ করছে। অগ্রীম/খসড়া আপত্তিসমূহ নিস্পত্তির লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের বাজেট ও নিরীক্ষা অনুবিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত যুগ্ম-সচিবের নেতৃত্বে একটি কমিটি কাজ করছে। উক্ত কমিটিসমূহ নিয়মিত সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিরীক্ষা আপত্তি নিস্পত্তির কার্যক্রম সন্তোষজনকভাবে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সারণী-৭.৬ এ প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে সভা অনুষ্ঠানের বিবরণ দেয়া হলো। ১৮২টি আপত্তি নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হলে ১৫৯টি আপত্তি নিষ্পত্তির জারি পত্র পাওয়া যায়।

সারণী-৭.৬: ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে নিরীক্ষা আপত্তি নিস্পত্তির লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভার বিবরণ

সভার ধরন	সভার সংখ্যা	নিষ্পত্তির সুপারিশকৃত
দ্বি-পক্ষীয় (সাধারণ)	৩৫	১০৩৮
ত্রি-পক্ষীয় (অগ্রিম/খসড়া)	১০	১৮২

৮.০ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম

২০১৬-১৭ অর্থবছরে মাননীয় খাদ্য মন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটি কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্তুসমূহ নিম্নে উল্লেখ হ'ল:

০৪/০৯/২০১৬ খ্রিঃ তারিখের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ

- খাদ্যশস্যের উৎপাদন, বাজার মূল্য, মজুদ, সংগ্রহ ও বিতরণের চলমান সন্তোষজনক ধারা অব্যাহত রাখা।
- টি-আর ও কাবিখা কর্মসূচি দুটিতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বিতরণের জন্য বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্যেও পরিবর্তে নগদ টাকা প্রদান করার উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- হতদরিদ্রদের জন্য সুলভ মূল্য কার্ড খাতে খাদ্য বিতরণ কর্মসূচিটি কর্মাভাবকালীন পাঁচ মাস ব্যাপী অর্থাৎ সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর, মার্চ ও এপ্রিল মাসসমূহে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা।
- হতদরিদ্র পরিবারের জন্য সুলভ মূল্য কার্ড খাতে চালের পাশাপাশি ডাল সরবরাহ করার বিষয়টি পরবর্তীতে যথাসময়ে পুনর্বিবেচনা করা।

২৭/১১/২০১৬ খ্রিঃ তারিখের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ

- খাদ্যশস্য উৎপাদন, সংগ্রহ, মজুদ ও বাজার মূল্যের চলমান সন্তোষজনক ধারা অব্যাহত রাখা।
- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আমন মৌসুমে অভ্যন্তরীণভাবে খাদ্যশস্য সংগ্রহের লক্ষ্যে প্রতি কেজি সিদ্ধচালের মূল্য ৩৩.০০ টাকা এবং আতপ চালের মূল্য ৩২.০০ টাকা নির্ধারণপূর্বক ৩.০০ লাখ মেট্রিক টন (সিদ্ধ ২.৫০ লাখ মেট্রিক টন ও আতপ ০.৫০ লাখ মেট্রিক টন) চাল ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। আমন সংগ্রহের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয় ০১ ডিসেম্বর ২০১৬ থেকে ১৫ মার্চ ২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত। এফপিএমসি'র পূর্ব সিদ্ধান্তের আলোকে পরবর্তীতে খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আরও অরিতিক্ত ২.০০ লাখ মেট্রিক টন চাল ক্রয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় ও সময়সীমা ৩০ মার্চ ২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয় এবং ১৬/০৪/২০১৭ খ্রিঃ তারিখের এফপিএমসি'র সভায় অতিরিক্ত ক্রয়কৃত চালের ভূতাপেক্ষ অনুমোদন গ্রহণ করা হয়।

১৬/০৪/২০১৭ খ্রিঃ তারিখের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ

- খাদ্যশস্য উৎপাদন, সংগ্রহ, মজুদ ও বাজার মূল্যের চলমান সন্তোষজনক ধারা অব্যাহত রাখা।
- ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে গম সংগ্রহ মৌসুমে প্রতি কেজি ২৮ টাকা মূল্যে ১.০০ লাখ মেট্রিক টন গম সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। সংগ্রহের সময়সীমা ১৮ এপ্রির ২০১৭ থেকে ৩০ জুন ২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়।
- ২০১৭ সালের বোরো সংগ্রহ মৌসুমে প্রতি কেজি ধানের সংগ্রহ মূল্য ২৪.০০ টাকা হিসাবে ৭ লাখ মেট্রিক টন ধান সরাসরি কৃষকদের নিকট থেকে এবং প্রতি কেজি সিদ্ধ চালের মূল্য ৩৪.০০ টাকা হিসাবে (প্রতি কেজি আতপ চাল ৩৩.০০ টাকা) ৮.০০ লাখ মেট্রিক টন চাল (সিদ্ধ চাল ৭.০০ লাখ মেট্রিক টন এবং আতপ চাল ১.০০ লাখ মেট্রিক টন) চাতাল ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে ক্রয়ের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। বোরো সংগ্রহের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয় ০২ মে ২০১৬ থেকে ৩১ আগস্ট ২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত। তবে, খাদ্য মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয়তার নিরিখে ধান ও চাল সংগ্রহের সময়সীমা হ্রাস/বৃদ্ধি করতে পারবে।
- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১.৪৫ লাখ মেঃটন আমন চাল সংগ্রহ বৃদ্ধির সিদ্ধান্তের ভূতাপেক্ষ অনুমোদন।

৮.১.১ জাতীয় খাদ্যনীতি (National Food Policy) কর্মপরিকল্পনা (Plan of Action) এবং খাদ্য নিরাপত্তায় রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (CIP) মনিটরিং

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সামগ্রিক খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়টি বহুমাত্রিক যেখানে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ স্বস্ব কর্মসূচি ও কৌশলসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি নির্ভরযোগ্য খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করছে। কারণ খাদ্য নিরাপত্তার জন্য খাদ্যের সহজ লভ্যতা (availability), খাদ্য প্রাপ্তির ক্ষমতা (access to food) ও খাদ্যের জৈবিক ব্যবহার (utilization of food) সমভাবে অপরিহার্য এবং এটি অর্জনে সকলের সম্মিলিত প্রয়াস আবশ্যক বিবেচিত হওয়ায় খাদ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ১৭টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সমন্বয়ে জাতীয় খাদ্য নীতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রয়াস চলছে। কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি উন্নয়নের জন্য সরকার র্কতৃক প্রণীত রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (CIP 2011-15) এর মেয়াদ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। ফলে সপ্তমপঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা ও এসডিজি (SDG) এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা এবং পুষ্টি বিষয়ে ২০১৬ পরবর্তী হালনাগাদ রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (CIP) প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেওয়ায় তা (CIP2) সম্পন্ন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ে ৮ টি কারিগরি দল (Technical Working Group) গঠনের মাধ্যমে CIP2 প্রণয়নের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।
অন্যান্য বছরের ন্যায় ২০১৬-১৭ অর্থ বছরেও জাতীয় খাদ্যনীতি বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ও রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (সিআইপি) পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন ২০১৭ (বাংলা সংস্করণ) মন্ত্রণালয়/এফপিএমইউ এর ওয়েব সাইটে (www.mofood.gov.bd অনলাইন লাইব্রেরী) প্রকাশ করা হয়েছে। জাতীয় খাদ্যনীতির এই কর্মপরিকল্পনার আওতায় সার্বিক খাদ্য নিরাপত্তার জন্য চিহ্নিত ২৬ টি ক্ষেত্রে উন্নয়ন ও সিআইপির অগ্রাধিকারমূলক ১২টি ক্ষেত্রের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করে পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে, যা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে সমাদৃত হয়েছে। প্রণীতব্য দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (CIP2) পরিবীক্ষণের (Monitoring) জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হচ্ছে।

৮.১.২ তথ্য ব্যবস্থাপনা

সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে তথ্যাদি সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও আদান-প্রদানের উন্নততর তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। খাদ্য নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের মধ্যে ইন্টারনেটভিত্তিক তথ্য আদান-প্রদানের লক্ষ্যে খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি সংক্রান্ত ইনফরমেশন সিস্টেম (Food Security and Nutrition Information System) স্থাপন করা হয়েছে। এই ইনফরমেশন সিস্টেম এর মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে খাদ্য অধিদপ্তর এর তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ (এমআইএসএন্ডএম), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর এবং হেলেনকেলার ইন্টারন্যাশনাল এর মধ্যে তথ্য আদান প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট (FPMU) এর ওয়েবসাইটে www.mofood.gov.bd/ www.fpmu.gov.bd) হালনাগাদ ডাটাবেইজ সকলের জন্য (Publicly) উন্মুক্ত করা হয়েছে।

৮.১.৩ প্রকাশনা কার্যক্রম

এফপিএমইউ কর্তৃক নিয়মিতভাবে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাজারে খাদ্যশস্যের (চাল ও গম) উৎপাদন, সরবরাহ, চাহিদা, মজুদ তথা সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা, খাদ্য নিরাপত্তা ও খাদ্য সম্পর্কীয় অন্যান্য বিষয়দির তথ্যাদি ও বিশ্লেষণমূলক দৈনিক, পাক্ষিক, ত্রৈমাসিক ও বাৎসরিক প্রতিবেদন এবং জাতীয় খাদ্যনীতি বাস্তবায়ন পরিকলপনা ও রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (সিআইপি) পরিবীক্ষণ (Monitoring) প্রতিবেদনসহ চাহিদা ও বাস্তবতার নিরিখে বিভিন্ন সময়ে গবেষণা এবং জনকল্যাণমূলক খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি বিষয়ক নির্দেশিকা/পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। দৈনিক প্রতিবেদনে খাদ্যশস্য পরিস্থিতি, সরকারি অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ পরিস্থিতি এবং সরকারি বিতরণ এর একটি চিত্র থাকে। পাক্ষিক প্রতিবেদন (Fortnightly Foodgrain Outlook)- এ মূলতঃ বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বাজারে চাল ও গমের মূল্যের পাক্ষিক পরিবর্তন, Trade prospect ও খাদ্য পরিস্থিতির হাল-নাগাদ তথ্য উপাত্ত প্রকাশ করা হয়। ত্রৈমাসিক বাংলাদেশ খাদ্যশস্য পরিস্থিতি প্রতিবেদন (Bangladesh Food Situation Report) এ বছর জুড়ে বাংলাদেশের খাদ্য পরিস্থিতির বিবরণসহ আন্তর্জাতিক খাদ্য পরিস্থিতির বিশ্লেষণ ও পূর্বাভাস প্রদান করা হয়ে থাকে। NFP-PoA ও CIP পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনে (Monitoring Report) খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বিষয়ে সামগ্রিক অগ্রগতির চিত্র প্রতিফলিত হয়।
গত ২০১৬-১৭ অর্থবছরে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের এফপিএমইউ কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদনের তথ্যাদি নিম্নের ছকে দেখা যেতে পারে।
সারণী-৮.২: ২০১৬-১৭ অর্থবছরে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের এফপিএমইউ কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদনের তথ্যাদি

প্রতিবেদন/ প্রকাশনার নাম	২০১৬-১৭ অর্থ বছরে প্রকাশিত সংখ্যা
দৈনিক খাদ্যশস্য পরিস্থিতি প্রতিবেদন	২৩৯ টি
Fortnightly Food grain Outlook	২৬ টি
Bangladesh Food Situation Report (Quarterly)	৪ টি
National Food Policy Plan of Action and Country Investment Plan Monitoring Report-2017 (Bengali Version)	১ টি

আলোকচিত্র-৮.১০ঃ জাতীয় খাদ্য গ্রহণ নির্দেশিকা

৯.০ অন্যান্য কার্যক্রম

৯.১ সেবা ও লজিষ্টিক সাপোর্ট

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অফিস ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় মালামাল ক্রয়সহ ষ্টেশনারী সামগ্রী নিয়মিত সরবরাহের পাশাপাশি অফিস রক্ষণ বরাদ্দ ও সজ্জিতকরণ এবং মন্ত্রণালয়ের যানবাহন ব্যবস্থাপনাসহ গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী এ শাখা হতে সম্পন্ন করা হয়। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে বিভিন্ন শাখায় ব্যবহারের জন্য ২০ টি ডেস্কটপ কম্পিউটার, ১টি ল্যাপটপ ও ৮ টি প্রিন্টার ক্রয় করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের ইন্টারকম ব্যবস্থা অতিপুরাতন ও অকেজো হয়ে যাওয়ায় নতুন ইন্টারকম ব্যবস্থা চালু করা হয়। টিওএন্ডই ভুক্ত ০৫টি গাড়ির মধ্যে ০১টি জিপ গাড়ি অকেজো ঘোষণা করে নিলামে বিক্রির মাধ্যমে প্রাপ্ত টাকা সরকারি কোষাগাড়ে জমা করা হয়। তদস্থলে প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লি: হতে ০১টি পজেরো স্পোর্ট গাড়ি ক্রয় করা হয়।

৯.২ সমন্বয়

মন্ত্রণালয়ের উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য সুচারুরূপভাবে সম্পন্ন করার জন্য সরকারের প্রশাসন যন্ত্র, নীতি নির্ধারণী পর্যায় এবং আইন প্রণয়ন কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ, তথ্য আদান-প্রদান ও সমন্বয় সাধন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় সহায়ী কমিটি, জাতীয় সংসদ সচিবালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়সহ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের চাহিদা অনুযায়ী নিয়মিত ও বিশেষ তথ্যাদি প্রেরণ এবং প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ ও তদানুযায়ী পরবর্তী ব্যবসহা গ্রহনই সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখার দৈনন্দিন কাজ। এছাড়া, খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অনুবিভাগ, অধিশাখা ও শাখাসমূহের মধ্যে প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধনও এ শাখার কর্মকান্ডের অন্তর্ভূক্ত।

৯.২.১ জাতীয় সংসদ

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ চলমান ছিল। এ সময়ে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদের অধিবেশনে মাননীয় সংসদ সদস্যগণ কর্তৃক সংসদ নেতা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও খাদ্য মন্ত্রী কর্তৃক উত্তরদানের জন্য খাদ্য ব্যবসহাপনা সম্পর্কে যথাক্রমে ১০টি ও ২৫০ টি প্রশ্ন উপসহাপন করেন। যথা সময়ে এ সকল প্রশ্নের তথ্যাদি মাননীয় খাদ্য মন্ত্রীর অনুমোদন গ্রহণ করে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর ও সংসদ সচিবালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া, সংসদ বিষয়ে সকল ক্ষেত্রে মাননীয় খাদ্য মন্ত্রীকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করা হয়েছে।

৯.২.২ সংসদীয় স্থায়ী কমিটি

খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় সহায়ী কমিটি দেশের খাদ্য ব্যবস্থাপনাসহ খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। খাদ্য বিষয়ক আইন প্রণয়ন, খাদ্য নিরাপত্তা, বাজারমূল্য নিয়ন্ত্রণ, খাদ্যশস্যের মজুদ বৃদ্ধি, অভ্যন্তরীণ উৎস হতে অধিক খাদ্যশস্য সংগ্রহে উৎসাহ প্রদানকারী এ কমিটি খাদ্য ব্যবসহাপনা উন্নয়নে নানামুখী পরামর্শ প্রদান করে থাকে। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে কমিটি মোট ৪ টি সভা আহবান করেছিল। সংসদীয় সহায়ী কমিটির নীতি নির্ধারণী সভায় খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং খাদ্য অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাসহ মাননীয় খাদ্য মন্ত্রী সভা সমূহে অংশগ্রহণ করেছেন। সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী কার্যপত্র প্রসত্মুত এবং বিগত সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাসত্মবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ পূর্বক কার্যক্রমকে গতিশীল করতে মন্ত্রণালয় হতে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে। কাঙ্খিত সহযোগিতা পাওয়ায় সংসদীয় সহায়ী কমিটির সুপারিশ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে গতিশীলতা সৃষ্টিতে আন্তরিকভাবে উৎসাহিত করেছে এবং কমিটি সর্বদা পূর্ণ সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে। সভায় প্রদত্ত দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী দেশের উত্তরাঞ্চলকে অগ্রাধিকার প্রদান করে ফ্ল্যাট গুদাম ও সাইলো নির্মাণের ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে গৃহীত এ সকল উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য প্রতিবেদন আকারে প্রতিমাসে নিয়মিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।

৯.২.৩ অভ্যন্তরীণ সমন্বয়

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অনুবিভাগ, অধিশাখা, শাখাসমূহ এবং খাদ্য অধিদপ্তরের মধ্যে সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে সমন্বয় অধিশাখা সার্বক্ষণিক তৎপর থেকে প্রতিমাসে মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে। সভাসমূহ আয়োজনের ফলে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের মধ্যে সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশে মতবিনিময় করা সম্ভব হয়েছে। খোলামেলা ও বিসত্মারিত আলোচনা শেষে আলোচনার সারবস্তু সচিব মহোদয়ের সিদ্ধান্ত হিসেবে গৃহীত হয়েছে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরবর্তী মাসে এ সকল সিদ্ধামত্ম বাসত্মবায়ন অনুসরণের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ডে গতিশীলতা আণয়ন সম্ভব হয়েছে।

৯.২.৪ অন্যান্য

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত বিভিন্ন কর্মকান্ডের বাসত্মবায়ন অগ্রগতি যেমনঃ মাসিক কর্মকান্ডের প্রতিবেদন, বার্ষিক কর্মকান্ডের প্রতিবেদন, জেলা প্রশাসক সম্মেলনের প্রতিবেদন এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণের প্রতিবেদন যথাসময়ে সংশিস্নষ্ট শাখা/ অধিশাখায় প্রেরণ করা হয়েছে।

এছাড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন করত সরকারেরর সাফল্যের বাসত্মবায়ন অগ্রগতি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, তথ্য অধিদপ্তর, তথ্য কমিশনকে অবহিতকরণসহ সরকারের সাফল্যের বাসত্মবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন বাংলাদেশ টেলিভিশনে বহুল প্রচারের ব্যবসহা গ্রহণ করা হয়েছে।

৯.৩ আইসিটি কার্যক্রম

সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে খাদ্য মন্ত্রণালয় ও খাদ্য অধিদপ্তরে বিভিন্ন কার্যক্রম গৃহীত/বাস্তবায়িত হয়েছে । নিচে এগুলোর বিবরণ দেয়া হল ।

- খাদ্য মন্ত্রণালয়ে ও খাদ্য অধিদপ্তরে নথি ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যারের মাধ্যমে নতুন ই-ফাইলিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে ।
- মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারি এবং খাদ্য অধিদপ্তর ও নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের ছুটির আবেদন অনলাইনে গ্রহন ও নিস্পত্তি করা হচ্ছে ।
- মামলার তথ্য ব্যবস্থাপনা(Suit Information System): খাদ্য অধিদপ্তরের মামলা সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণের জন্য Suit Information System নামক সফটওয়্যার প্রণয়ন করা হয়েছে । উক্ত সফটওয়্যারে এখন পর্যন্ত খাদ্য অধিদপ্তরাধীন ১,১৬৯টি মামলার তথ্য এন্ট্রি করা হয়েছে ।
- **জনবল তথ্য ব্যবস্থাপনা** (Personnel Information Management System): খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের ব্যক্তিগত তথ্য, পদোন্নতি, প্রশিক্ষণ, গ্রেডেশন তালিকা প্রভৃতি ডাটাবেজে সংরক্ষণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের গাইডলাইন অনুযায়ী Personnel Information Management System (PIMS) নামক অনলাইন ভিত্তিক একটি সফটওয়্যার প্রণয়ন করা হয়েছে । উক্ত সফটওয়্যারে এখন পর্যন্ত খাদ্য অধিদপ্তরাধীন ৯,২১২ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর তথ্য এন্ট্রি সম্পন্ন হয়েছে ।
- **খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক আধুনিক খাদ্য সংরক্ষনাগার নির্মাণ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে** । এ প্রকল্পের Sub-Component B2এর আওতায় প্রাতিষ্ঠানিক

সক্ষমতা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে খাদ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমসমূহকে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সারাদেশে অনলাইন ভিত্তিক খাদ্য মজুদ ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং কার্যক্রম প্রবর্তন এবং e-Service ব্যবস্থার প্রবর্তনের মাধ্যমে Service Delivery সহজতর হবে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় খাদ্য ব্যবস্থাপনা সুদৃঢ় ও তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর করার লক্ষ্যে নিম্ন বর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে-

- ♦ খাদ্য অধিদপ্তরের সকল কার্যালয়ে কম্পিউটার/ল্যাপটপ স্থাপন।
- ♦ সকল কার্যালয়ে নেটওর্য়াক স্থাপন।
- ♦ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার উপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রশিক্ষিত জনবল গড়ে তোলা।
- ♦ খাদ্য ব্যবস্থাপনার কার্যক্রমসমূহকে সফটওয়্যারে রূপান্তর করা এবং দ্রুত সেবা নিশ্চিত করা।
- ♦ দ্রুততম সময়ের মধ্যে তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।

- ➢ **খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট** www.dgfood.gov.bd বাংলা ও ইংরেজীতে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে হালনাগাদ করা হয়েছে। সাইটসমূহে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি বিশেষতঃ খাদ্যশস্য মজুদ, সংগ্রহ, বিলি-বিতরণ ইত্যাদি সন্নিবেশিত আছে এবং প্রতিদিন ওয়েবসাইট হালনাগাদ করা হয়।
- ➢ খাদ্য অধিদপ্তরের সকল ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাকে (অধিদপ্তরের জেলা পর্যায় পর্যন্ত) ইন্টারনেট ব্যবহারের আওতায় আনা হয়েছে। সকল কর্মকর্তার ওয়েবভিত্তিক ই-মেইল একাউন্ট খোলা হয়েছে এবং সরকারি সকল পত্রে ই-মেইল একাউন্ট ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
- ➢ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর LICT প্রকল্পের মাধ্যমে মিলাদের নিকট হতে চাল এবং প্রকৃত কৃষকের নিকট হতে ধান ও গম সংগ্রহের উদ্যেগ নেয়া হয়েছে। এটি বাস্তবায়িত হলে মধ্যস্বত্তভোগীর দৌরাত্ব বন্ধ হয়ে যাবে ফলে প্রকৃত কৃষক উপকৃত হবে এবং সংগ্রহ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা আসবে।

৯.৪ নতুন আইন, নীতি ও পদ্ধতি প্রণয়ন

৯.৪.১ বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা

সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যাবলি

বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করণে সরকার নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ প্রণয়ন করে। আইনটি ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে কার্যকর হয়। এ আইনের অধীন ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে সরকার বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ নামে একটি কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করে। একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে কর্তৃপক্ষের প্রধান দায়িত্ব ও কার্যাবলি হচ্ছে খাদ্য-শৃঙ্খলা সংশিস্নষ্ট কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ ও পরিবীক্ষণ এবং নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার সাথে সংশিস্নষ্ট সকল সংস্থার কার্যাবলির সমন্বয় সাধন করা। একজন চেয়ারম্যান, চারজন সদস্য ও একজন সচিবের সমন্বয়ে গঠিত বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ঢাকায় খাদ্য অধিদপ্তরের খাদ্য ভবনে প্রধান কার্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু করেছিল এবং পরবর্তীতে ইস্কাটন গার্ডেনস্থ প্রবাসী কল্যান ভবনে ভাড়াকৃত ফ্ল্যাটে তাদের প্রধান কার্যালয় স্থাপন করে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। কর্তৃপক্ষের ৩৬৫ জন লোকবলের একটি সাংগঠনিক কাঠামো (টিওঅ্যান্ডই) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদন হয়েছে।

বিগত ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে প্রকল্পের আওতায় প্রণীত নিম্নে বর্ণিত প্রবিধানমালা সমূহ গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়েছে;

- নিরাপদ খাদ্য (নমুনা সংগ্রহ, পরীক্ষা এবং বিশ্লেষণ) প্রবিধানমালা ২০১৭;
- নিরাপদ খাদ্য (রাসায়নিক দূষক, টক্সিন ও অবশিষ্টাংশ) প্রবিধানমালা ২০১৭; এবং
- নিরাপদ খাদ্য (খাদ্যে সংযোজন দ্রব্য ব্যবহার) প্রবিধানমালা ২০১৭।
- নিরাপদ খাদ্য (মোড়কাবদ্ধ খাদ্য লেবেলিং) প্রবিধানমালা ২০১৭।

কর্তৃপক্ষ ইতোমধ্যে নিরাপদ খাদ্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিজ্ঞানভিত্তিক পরামর্শ প্রদানের জন্য ৮টি টেকনিক্যাল ওয়াকিং গ্রুপ গঠন করেছে, কর্তৃপক্ষের কৌশলগত পরিকল্পনা ২০১৭-২০২১ প্রণয়ন ও পথ নকশা (Road Map) প্রণয়ন করেছে, মোবাইল কোর্ট আইনে নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ তফসিল ভুক্ত করা হয়েছে, এছাড়া সারা দেশে ৭১টি বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত গঠন করা হয়েছে।

---

১০. উপসংহার

২০১৬-১৭ অর্থ বছরের শেষ সময়ে নানাবিধ প্রকৃতিক দুর্য়োগের কারণে খাদ্য শস্যের উৎপাদন ব্যহত এবং সংগ্রহ কাক্ষিত পর্যায়ে না হলেও সরকার কর্তৃক খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় জিটুজি পর্যায়ে পর্যাপ্ত খাদ্য শস্য আমদানির কারণে দেশে খাদ্য সরবরাহ মোটামুটি সন্তোষজনক ছিল এবং চালের বাজার মূল্যে সাময়িক অস্থিরতা দেখা দিলেও সরকারের বিভিন্ন কর্মকান্ডের মাধ্যমে বাজারমূল্যে মোটামুটি স্থিতিশীলতা বাজায় থেকেছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় ইউনিয়ন পর্যায়ে হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য কার্ডের মাধ্যমে খাদ্যশস্য বিতরণ কর্মসূচি দেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি নিশ্চয়তার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। পল্লী অঞ্চলের কর্মাভাবকালীন (সেপ্টেম্বর হতে নভেম্বর এবং মার্চ-এপ্রিল) ৫ মাসে ইউনিয়ন পর্যায়ে হতদরিদ্র ৫০ লক্ষ পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে সুলভ মূল্য কার্ডের মাধ্যমে পরিবার প্রতি মাসিক ৩০ কেজি হারে চাল বিতরণের কর্মসূচি চালু করা হয়। ইউনিয়ন পর্যায়ে হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য কার্ডের মাধ্যমে খাদ্যশস্য বিতরণ কর্মসূচিটি সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর অন্তর্ভুক্ত এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উদ্যোগ হিসেবে ব্র্যান্ডিংকরত: এই কর্মসূচির নাম “খাদ্য বান্ধব” এবং স্লোগান “শেখ হাসিনার বাংলাদেশ, ক্ষুধা হবে নিরুদ্দেশ” নির্ধারণ করা হয়েছে।

পরিশিষ্ট-ক

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো

জনবলের সারসংক্ষেপ

ক্র.	পদের নাম	সংখ্যা
১	সচিব	১
২	অতিরিক্ত সচিব	১
৩	যুগ্মসচিব	২
৪	মহাপরিচালক (FPMU)	১
৫	উপসচিব	৬
৬	উপপ্রধান	১
৭	সিঃসহঃসচিব	১৪
৮	সিঃসহঃপ্রধান	০৩
৯	অন্যান্য	২৩
১০	মোট ১ম শ্রেণী	৫২
১১	মোট ২য় শ্রেণী	৩১
১২	মোট ৩য় শ্রেণী	৩৪
১৩	মোট ৪র্থ শ্রেণী	৩২
	সর্বমোট	১৪৯

বিদ্যমান যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদি

ক্র	বিবরণ	সংখ্যা
১	মাইক্রোবাস	৪
২	জীপ	১
৩	ডুপ্লিকেটিং মেঃ	১
৪	ফটোকপিয়ার	৩
৫	ফ্যাক্স মেশিন	৪
৬	কম্পিউটার	৫০
৭	প্রিন্টার	৩৫
৮	স্ক্যানার	৮
৯	সার্ভার	১
১০	প্রজেক্টর	১
১১	এয়ার কন্ডিঃ	৯
১২	ইন্টারকম সিঃ	১(৩৬ লাইন)
১৩	নোট বুক কম্পিঃ	৩
১৪	ব্রডব্যান্ড কানেঃ	১
১৫	ডিজিটাল ক্যাঃ	১
১৬	রাউটার	১
১৭	নেটওয়ার্ক সুইচ	৪
১৮	ইউ,পি,এস	৫১
১৯	ওয়্যারলেস ব্রিজ	১
২০	ওয়্যারলেস এক্সেস পয়েন্ট	২
২১	ক্যাবল মডেম	২